www.AmarIslam.com

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেনেট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দু,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭ নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

নবী দ্রোহীদের নিদর্শন ■ শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com

নবী দ্রোহীদের নিদর্শন

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

گستاخان رسول کی علامات

নবী দ্রোহীদের নিদর্শন

মূল
শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

অনুবাদ
মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী দ্রোহীদের নিদর্শন
মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ১২ আগষ্ট ২০১০, ১ রমজান ১৪৩১, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৬

মূল্য : ৭৫ [পাঁচত্তর] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Navi druhider Nidarsan, By: Allamah Dr. Taher Al-kader. Translated By: Mohammad Abdul mazid. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 70/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَـيِّدُ الْكَـوْنَـيْـنِ وَالثَّـقَـلَـيْنِ
وَالْفَـرِيْـقَـيْـنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَـجَمِ

﴿صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তম্মধ্যে নবী-রাসূলরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতর। নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । মোটকথা তিনি হচ্ছেন সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। খোদার পর তাঁরই স্থান। প্রাকৃতিক নিয়মে মা আমিনা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার গর্ভ হতে জন্ম নিলেও তিনি সাধারণ মানব নন। তিনি মহামানব। নূরী দেহের অধিকারী। খোদায়ী নূরের প্রকাশস্থল। তাঁর সাথে সাধারণ মানুষের মত আচরণও বেয়াদবি। তাঁর শান-মান ও শ্রদ্ধা-মর্যাদা অনন্য। তাই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে আচরণ করতে হবে তাঁরই শান-মান অনুযায়ী শালীনতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ। অনেক দূর্ভাগা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মকাম না বুঝে তাঁর শানে বেয়াদবি করেছে। কিন্তু ইতিহাস তাদেরকে অন্ধকারের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। দুনিয়াতে তারা শিকার হয়েছে চরম লজ্জাজনক পরিণতির। আখিরাতেও তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত রয়েছে। রাসূল হিসেবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত বিধান আমাদের নিকট যেরূপ শিরোধার্য, তদ্রুপ তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাত বা সত্ত্বাও পরম শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাঁর শানে কোনরূপ অশালীন আচরণ কখনো মেনে নেয়া যায় না।

পাকিস্তানের স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন, শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত "گستاخان رسول کی علامتیں" নামক বইটিতে এ বিষয়টি হাদিসে পাকের আলোকে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যা নবী প্রেমিদের জন্য একটি প্রদীপ শিখা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

বইটি আমরা যথাযথভাবে অনুবাদের চেষ্টা করেছি। তবে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ (أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ).

হযরত আবূ সা'ঈদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিলেন, যা তাঁর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হবে। তাদের আত্মপ্রকাশ তখনই হবে, যখন মানুষদের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরকার উদ্ভব হবে। তাদের নিদর্শন হবে মাথা মুন্ডানো। আর তারা সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে।

(মুসলিম : আস্ সহীহ, কিতাবুয যাকাত, ২/৭৪৫, হাদিস : ১০৬৫)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ - عَنْ اَبِيْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ :أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : اتَّقِ اللهَ، قَالَ : وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ : لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

১. হযরত আবু সা'ঈদ খুদুরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ইয়েমন থেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে চামড়ার থলে ভর্তি করে কিছু স্বর্ণ পাঠালেন। সেগুলো থেকে এখনো মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্বর্ণগুলো চার ব্যক্তি যথাক্রমে 'উয়াইনা বিন বদর, আকরা' বিন হাবিস, যায়িদ বিন খায়ল এবং আলকামা মতান্তরে আমের বিন তুফাইলের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এতে সাহাবীদের থেকে একজন বলেন, তাদের চেয়ে আমরাই অধিক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হকদার ছিলাম, এ কথা যখন হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছল, তখন তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে আমনতদারদের মধ্যে গণ্য করো না? অথচ আসমানবাসীর নিকট আমিই বিশ্বস্ত, এই সংবাদটি আমার নিকট সকাল-সন্ধ্যা আসছে। রাবীর বর্ণনা যে, অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল, যার চক্ষুদ্বয় বিকৃত, গন্ডাদেশের হাড্ডি বহির্গত, উঁচু কপাল, ঘনদাড়ি, মাথা মুন্ডানো এবং লম্বা লুঙ্গি পরানো ছিল। সে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ধ্বংস হোক তোমার, আমি কী পৃথিবীবাসীর মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহকে ভয়কারী নই? এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি যখন ফিরে যাওয়ার উপক্রম হলো, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হে প্রিয় রাসূল! আমি কি তার শিরোচ্ছেদ করে দেব? তিনি ইরশাদ করলেন, না, সম্ভবত সে নামাযি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হে প্রিয় রাসূল! এরূপ অসংখ্য নামাযি রয়েছে, যারা এমন সব কথা বলে বেড়ায়, যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, লোকদের অন্তর পরীক্ষা করব এবং তাদের উদর (পেট) বিদীর্ণ করে দেখব। বর্ণনাকারী বলেন, যখন সে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি পূনরায় তার দিকে দেখেন এবং বলেন, তার পৃষ্টদেশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) তিলাওয়াত করে রসনা সিক্ত রাখবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন শিকারকৃত প্রাণী থেকে তীর বেরিয়ে যায়। আমার (বর্ণনাকারীর) মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, যদি আমি ওই সব লোকদের পাই, তাহলে তাদেরকে সামূদ গোত্রের মতো হত্যা করবো।[১]

---

[১] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মাগাজী, باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن وليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ৪/১৫৮১, হাদিস : ৪০৯৪

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ২/৭৪২, হাদিস : ১০৬৪

৩. আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/৪, হাদিস : ১১০২১

৪. ইবনে খুযাইমা : আস্-সহীহ, ৪/৭১, হাদিস : ২৩৭৩

৫. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১/২০৫, হাদিস : ২৫

৬. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/৩৯০, হাদিস : ১১৬৩

৭. আবু নায়ীম : আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ, ৩/১২৮, হাদিস : ২৩৭৫

৮.আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/৭১

৯. আসকালানি : ফতহুল বারী, ৮/৬৮, হাদিস : ৪০৯৪

১০. ইবনুল কাইয়ুম : হাশিয়া, ১৩/১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢- وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زَادَ : فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ لَا، قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ :أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّنًا رَطْبًا، (وَقَالَ قَالَ عُمَارَةُ حَسِبْتُهُ) قَالَ: لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

২. এবং মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় একথাও বর্ধিত হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু দন্ডায়মান হলেন এবং আবেদন করলেন, হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কী তার (মুনাফিক) ঘাড় উপড়িয়ে দেব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, না। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে গেল। আর আল্লাহর তরবারি হযরত খালিদ দাঁড়িয়ে আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার (মুনাফিক) গ্রীবাদেশ উড়িয়ে দেব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, না। তার বংশে এমন লোকের সৃষ্টি হবে যারা অতি উত্তমরূপে কুরআন পড়বে। বর্ণনাকারী আম্মার বলেন, আমার ধারণা তিনি একথাও বলেছেন, আমি যদি ওই সব লোকদের পেতাম, তাহলে অবশ্যই সামূদ গোত্রের ন্যায় হত্যা করতাম।[২]

٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ :ائْذَنْ لِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ لَا إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ

১১. সুয়ুতী : আদ-দিবাজ, ৩/১৬০, হাদিস : ১০৬৪
১২. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৮৮, ১৯২
[২] মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ২/৭৪৩, হাদিস : ১০৬৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَاتَلَهُمْ فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ.

৩. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন বনী তামীম গোত্রের যুলখোয়াইসারা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইনসাফ করুন। তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমার ধ্বংস হোক, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান ফেলে দেই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, না। কেননা, নিশ্চয় তার এমন অনেক সাথী রয়েছে, যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের আপন নামাযকে হীন মনে হবে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন- তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। আর সেটার বর্শায় কিছু দেখা যাবে না। এর ফলায়ও কিছু দৃষ্ট হবে না এবং কাষ্ঠেও কিছু দেখা যাবে না। এর পালকে কিছু দেখা যাবে না অথচ ঐ তীর ময়লা ও রক্ত অতিক্রম করেছে। ফিরকাবাজির উদ্ভব হলে, এসব লোক (তাতে ফুঁক দেয়ার জন্য) বের হবে। তাদের নিদর্শন হলো যে, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির হাত মহিলাদের স্তনের মতো অথবা নরম গোশতের টুকরোর মতো ঝুলতে থাকবে। হযরত আবু সা'ঈদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হাদিসে পাকটি হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ইরশাদ করতে শুনেছি। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম যখন তিনি ওই সব লোকদেরকে হত্যা করেছিলেন কিংবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। আর ওই ব্যক্তিকে নিহতদের মধ্যে খোঁজ করা হলে এরূপ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল, যা হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন।[৩]

[৩] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল আদব, باب: ماجاء في قول الرجل ويلك ৫/২২৮১, হাদিস : ৫৮১১, কিতাবু ইসতিকামাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল মু'আনীদিন ওয়া কিতালিহিম, باب: من ترك قتال الخوارج...الخ ৬/২৫৪০, হাদিস : ৬৫৩৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَيَّظَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللهَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ: يَا مُحَمَّدُ، اِتَّقِ اللهَ وَأَعْدِلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : يَأْمَنُنِي أَهْلَ السَّمَاءِ وَلَا تَأْمَنُنِي فَقَالَ : أَبُوبَكْرٍ : أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : نَعَمْ ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : وَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَقَالَ آخَرَ: أَنَا أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ) فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

৪. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ইয়েমন থেকে মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন, তখন তিনি এগুলো আকরা

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ২/৭৪৪, হাদিস : ১০৬৪
৩. নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫/১৫৯, হাদিস : ৭৫৬০, ৭৫৬১, ৬/৩৫৫, হাদিস : ১১২২০
৪. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/৬৫, হাদিস : ১১৬৩৯
৫. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/১৪০, হাদিস : ৬৭৪১
৬. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা,, ৮/১৭১
৭. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৪৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিন হাবিস যিনি মুজাশি' গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলেন এবং উ'আইনা বিন বদর ফাযারী, আলকামা বিন উলাছা আমেরী, যিনি কিলাব গোত্রের ছিলেন এবং যায়িদ আল-খায়ল তাঈ, যিনি নাবহানের অন্তর্ভূক্ত ছিল, এ চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, নজদবাসীর নেতাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন আর আমাদেরকে দৃষ্টিহীন করে ফেলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমি তো তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই করেছি। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসলো যার চক্ষুদ্বয় ক্ষয়িত (গর্তচোখা), উঁচু কপাল, ঘনদাড়ি, গালফুলা এবং মাথা মুন্ডানো ছিল। আর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় করুন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকারী কে? যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি অথচ তিনি আমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য আমানতদার পাঠিয়েছেন অথচ তুমি আমাকে আমানতদার মানো না। তখন সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে একজন তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করল। আমার (বর্ণনাকারী) মনে হয় তিনি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারণ করেন। আবু নুয়াঈমের বর্ণনায় রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায় বিচার করো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আকাশবাসীর বিশ্বাস আমি আমানতদার, কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বস্ত মনে কর না।? তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার ঘাড় কেটে দিই? তিনি বলেন, হ্যাঁ। যখন তিনি গেলেন তাকে নামাযরত অবস্থায় পেলেন (এজন্য হত্যা করলেন না)। তখন আরেকজন সাহাবী আরয করলেন, আমি তার গর্দান কেটে দিই? যখন সে চলে গেল তখন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা কণ্ঠনালীর নীচে পৌছবে না। তারা ইসলাম থেকে এরূপভাবে বেরিয়ে যাবে যেরূপ তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তারা মূর্তি পূজকদের ছেড়ে মুসলামানদেরকে হত্যা করবে। যদি আমি তাদের পাই, তাহলে অবশ্যই আ'দ গোত্রের মতো হত্যা করবো।[৪]

[৪] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ, باب: قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح ৬/২৭০২, হাদিস : ৬৯৯৫, কিতাবুল আম্বিয়া, باب قول الله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر...الخ ৩/১২১৯, হাদিস : ৩১৬৬
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ২/৭৪১, হাদিস : ১০৬৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٥- عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي ذَرٍّ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ حَيْثُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، إِنَّمَا هُمُ الْخَوَارِجُ الْحَرُورِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْخَوَارِجِ.

৫. হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, অচিরেই শেষ যুগে এমন লোকদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা যুবক-শ্রেণীভূক্ত ও বিবেকবুদ্ধি শূণ্য হবে। তারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করবে কিন্তু ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। দ্বীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। আর তোমরা তাদেরকে

৩. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, باب: في قتال الخوارج ৪/২৪৩, হাদিস : ৪৭৬৪
৪. নাসায়ী, আস্-সুনান, কিতাবু তাহরীমুদ দাম, باب: من شهر سيفه ثم وضعه للناس ৭/১১৮, হাদিস : ৪১০১, কিতাবুয যাকাত, باب المؤلفة قلوبهم ৫/৮৭, হাদিস : ২৫৭৮
৫. নাসায়ী, আস সুনানুল কুবরা, ৬/৩৫৬, হাদিস : ১১২২১
৬. আবু নায়ীম : আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ, ৩/১২৭, হাদিস : ২৩৭৩
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৬৮,৭৩, হাদিস : ১১৬৬৬, ১১৭১৩
৮. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৫৬
৯. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/৩৩৯, হাদিস : ১২৭২৪, ৭/১৮, হাদিস : ১২৯৬২
১০. ইবনুল মনসুর : কিতাবুস্ সুনান, ২/৩৭৩, হাদিস : ২৯০৩,
১১. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/৭২
১২. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৭/৩৪৫
১৩. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৯৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেখানেই পাও হত্যা করবে। কারণ তাদের হত্যাকারীদের কিয়ামত দিবসে অশেষ পূণ্য দেয়া হবে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী স্বীয় কিতাব 'সুনানে' উক্ত হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, এ বর্ণনাটি হযরত আলী, হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত হয়েছে এবং এ হাদিসটি হাসান ও সহীহ। উক্ত হাদিসটি ছাড়াও হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সম্বন্ধে আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন, এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য থাকবে, তারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। ওই সব লোক দ্বীন থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেরূপ তীর শিকার থেকে বহির্গত হয়ে যায়। নিশ্চয় ওই সব বহির্গতরা হারুরীয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তারা ব্যতীত অন্যান্য বহির্গত লোকও তাদের সাথে থাকবে।[৫]

٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ : اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ ،فَقَالَ : وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ : دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ

[৫] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল মু'আনীদিন ওয়া কিতালিহিম, باب: قتل الخوارج والملحدين...الخ ৬/২৫৩৯, হাদিস : ৬৫৩১
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب التحريض علي قتل الخوارج ২/৭৪৬, হাদিস : ১০৬৬
৩. তিরমিযী, আস্-সুনান, কিতাবুল ফিতান, باب في صفة المارقة ৪/৪৮১, হাদিস : ২১৮৮
৪. নাসায়ী, আস্-সুনান, কিতাবু তাহরীমুদ দাম, باب: من شهر سيفه ثم وضعه للناس ৭/১১৯, হাদিস : ৪১০২
৫. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, باب في ذكر الخوارج ১/৫৯, হাদিস : ১৬৮
৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/৮১, ১১৩, ১৩১, হাদিস : ৬১৬, ৯১২, ১০৮৬
৭. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৩. হাদিস : ৩৭৮৮৩
৮. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৫৭
৯. বায্যার : আল-মুসনাদ, ২/১৮৮
১০. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১/২৭৩, হাদিস : ৩২৪
১১. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৭০
১২. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, ২/২১৩, হাদিস : ১০৪৯
১৩. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৪৩, হাদিস : ৯১৪
১৪. তায়ালিসী : আল-মুসনাদ, ১/২৪, হাদিস : ১৬৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ....اَلْحَدِيْثُ

৬. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণীমতের মাল বন্টন করতে ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ বিন যুলখোয়াইসারা তামীমী আসল। আর সে বলতে লাগল, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইনসাফ করুন। তখন (তাকে বিদ্রুপ করে) হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হতভাগা, যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি ওই নরপিশাচের ঘাড় উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, না। তাকে ছেড়ে দাও, নিশ্চয় তার কিছু সঙ্গী এমন আছে (বা হবে) যে, তাদের নামায ও রোযার সম্মুখে তোমাদের নামায ও রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। কিন্তু ঐসব লোক দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর স্বস্থান থেকে প্রান্তে অতিক্রম করে। (তীর নিক্ষেপের পর) তীরের পালকে দেখা গেলে তাতে কোন রক্তের চিহ্ন দেখা যাবে না। তীরের কিনারায় দেখা হলে তাতেও কোন নিদর্শন থাকবে না। অথচ তীর মল ও রক্ত অতিক্রম করে (দ্রুতবেগে) বেরিয়ে গেছে (ওই সব কুচক্রীদের দৃষ্টান্ত এমনই হবে যে, দ্বীনের সাথে মূলত কোন সম্পর্কই তাদের থাকবে না।)[৬]

---

[৬] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল মু'আনীদিন ওয়া কিতালিহিম, باب: ترك قتال الخوارج...الخ ৬/২৫৪০, হাদিস : ৬৫৩৪, ৬৫৩২, কিতাবুল মানাকিব, باب علامات النبوة في الإسلام ৩/১৩২১, হাদিস : ৩৪১৪, কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, باب البكاء عند قراءة القرآن ৪/১৯২৮, হাদিস : ৪৭৭১, কিতাবুল আদব, باب ماجاء في قول الرجل ويلك ৫/২২৮১, হাদিস : ৫৮১১

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب التحريض على قتل الخوارج ২/৭৪৪, হাদিস : ১০৬৬

৩. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবু তাহরীমুদ দাম, باب: من شهر سيفه ثم وضعه للناس ৭/১১৯, হাদিস : ৪১০৩

৪. নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা, ৬/৩৫৫, হাদিস : ১১২২০

৫. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, باب في ذكر الخوارج ১/৬১, হাদিস : ১৭২

৬. ইবনুল জারুদ : আল-মুনতাকা, ১/২৭২, হাদিস : ১০৮৩

৭. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/১৪০, হাদিস : ৬৭৪১

৮. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ২/১৬০, হাদিস : ২৬৪৭ এবং বলেছেন, হাদিসটি সহীহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٧- عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُولُ : بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ يُعْطِيهِمْ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ الْخَبِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

৭. হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং আপন কানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, 'জি'রানা' নামক স্থানে হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু আনহুর কাপড়ে (আঁচলে) রূপা ছিল। আর হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে মাটি পরিষ্কার করে লোকদেরকে ভাগ করতে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইনসাফ করুন, তিনি বললেন ধ্বংস হোক তোমার। যদি আমি ইনসাফ না করি ইনসাফ করবে কে? হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দিন, আমি এই কপট দুষ্কর্মাকে হত্যা করবো। তখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি লোকদের এ কথা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই যে, আমি আমার সাহাবীদের নিয়ে হত্যাকান্ডে লেগে পড়েছি। নিশ্চয় এসব লোক ও তাদের অনুসারীগণ কুরআন করীম পড়বে- যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীনের গন্ডি থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকৃত প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায়।[৭]

---

৯. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৫৬, হাদিস : ১১৫৫৪

১০. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৭০

১১. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৬২. হাদিস : ৩৭৯৩৭

১২. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৪৬

১৩. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৯/৩০৫

১৪. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৯/৩৫, হাদিস : ৯০৬০

১৫. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/২৯৮, হাদিস : ১০২২

১৬. বুখারী : আল-আদবুল মুফরাদ, ১/২৭০, হাদিস : ৭৭৪

[৭] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৩৫৪, হাদিস : ১৪১৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

৮. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হবে, তারা কোরআনে পাক পড়বে কিন্তু তা তাদের গলদেশের নীচে পৌঁছবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকে অতিক্রম করে যায়। আর তারা দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে না যেমন তীর আপন স্থানে (ধনুকে) ফিরে আসে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাদের নিদর্শন কী? তিনি বলেন, তাদের নিদর্শন হলো মাথা মুন্ডানো কিংবা তিনি বলেছেন, মাথা মুন্ডিয়ে রাখা।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, ইউসাইর বিন আমর বলেন, আমি সাহাল বিন হানীফ রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলে পাকের নিকট খারেজীদের বর্ণনা শুনেছেন? তিনি বললেন- হ্যাঁ, আমি শুনেছি এবং তিনি হাত দিয়ে পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, তারা মুখে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না এবং দ্বীন থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।[৮]

২. আবু নায়ীম : আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ, ৩/১২৭, হাদিস : ২৩৭২

[৮] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুত তাওহীদ, باب قراءة الفاجر والمنافق...الخ ৬/২৭৪৮, হাদিস : ৭১২৩

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب الخوارج شر الخلق والخليقة ২/৭৫০, হাদিস : ১০৬৮

৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৬৪, হাদিস : ১১৬৩২, ৩/৪৮৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٩- زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ﷺ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.... اَلْحَدِيْثُ

৯. হযরত যায়িদ বিন ওয়াহাব জুহানী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি ঐ সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। আর (সেখানে) হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেছিলেন, হে লোকসকল! আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা এমন (সুন্দররূপে) কোরআন পড়বে যে, তাদের সামনে তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের কোন যোগ্যতা রাখবে না। আর না তাদের নামাযের সামনে তোমাদের নামাযের কোন মর্যাদা থাকবে। তারা এমন করে কুরআন পাঠ করবে যে, এটা তাদের জন্য দৃশ্যত উপকারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এর বিনষ্টকারী হবে। নামায তাদের গলাতিক্রম করবে না। আর তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।[৯]

৪. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৬৩. হাদিস : ৩৭৩৯৭

৫. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/৪০৮, হাদিস : ১১৯৩

৬. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/৯১, হাদিস : ৫৬০৯

৭. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৯০, হাদিস : ৯০৯ এবং বলেছেন, হাদীসের সনদ সহীহ।

৮. আবু নায়ীম : আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ, ৩/১৩৫, হাদিস : ২৩৯০

[৯] ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب التحريض على قتل الخوارج ২/৭৪৮, হাদিস : ১০৬৬

২. আবু দাউদ : আস্-সুনান, কিতাবুস্ সুন্নাহ, باب في قتل الخوارج ৪/২৪৪, হাদিস : ৪৭৬৮

৩. নাসায়ী : আস্-সুনানুল কুবরা, ৫/১৬৩, হাদিস : ৮৫৭১

৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৬৪, হাদিস : ৭০৬

৫. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৪৭

৬. বায্যার : আল-মুসনাদ, ২/১৯৭, হাদিস : ৫৮১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ: هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ قَالَ الْغَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً.

১০. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিলেন, যারা তাঁর উম্মতের মধ্যে আবির্ভূত হবে। তাদের প্রকাশ তখনই হবে যখন মানুষের মধ্যে ফিরকা বা শাখা দলের উদ্ভব হবে। তাদের নিদর্শন হবে মাথা মুন্ডানো। আর তারা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট অথবা সর্বাধিক নিকৃষ্ট হবে এবং তারা দুই দলের মধ্যে এমন এক দলকে শহীদ করবে যারা সত্যের অতি নিকটবর্তী হবে। এরপর তিনি ঐসব লোকের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন যে, যখন মানুষ কোন শিকার বা লক্ষ্যস্থলে তীর নিক্ষেপ করে, তখন এর পালক দেখা হলে তাতে কোন নিশান থাকে না। আর তীর নিক্ষেপকারীর মুঠোয় যা থাকে তাতে দেখা হলেও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।[১০]

١١ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.... اَلْحَدِيْثُ

৭. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৪৫, ৪৪৬
৮. বায়হাকী : আস্-সুনানুল কুবরা, ৮/১৭০

[১০] ১. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب ذكر الخوارج وصفاتهم ২/৭৪৫, হাদিস : ১০৬৫
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৫, হাদিস : ১১০৩১
৩. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ : আস্-সুন্নাহ, হাদিস : ১৪৮২ এবং বলেছেন, তার সনদ বিশুদ্ধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১১. হযরত আবু সালামা ও হযরত 'আতা বিন ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহুমা উভয়েই হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি হারুরীয়াদের ব্যাপারে রাসূলে পাকের নিকট কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, আমার কিছুই জানা নেই যে, হারুরীয়া কী? তবে হ্যাঁ, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক বের হবে এবং তিনি একথা বলেননি যে, এমন এক গোত্র বের হবে (বরং লোক বলেছেন) যাদের নামায তোমাদের নামাযকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। তারা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে কিন্তু এটা (কুরআন) তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না অথবা তিনি বলেছেন, তাদের শ্বাসনালীর নীচে পৌঁছবে না এবং তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়।[১১]

١٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ) يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى

[১১] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল মু'আনীদিন ওয়া কিতালিহিম, باب: قتل الخوارج...الخ ৬/২৫৪০, হাদিস : ৬৫৩২, باب إثم من رأى ...الخ কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন, ৪/১৯২৮, হাদিস : ৪৭৭১
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب ذكر الخوارج وصفاتهم ২/৭৪৩, হাদিস : ১০৬৪
৩. ইমাম মালেক : আল-মুআত্তা, কিতাবুল কোরআন, باب ماجاء في القرآن ১/২০৪, হাদিস : ৪৭৮
৪. নাসায়ী : আস্-সুনানুল কুবরা, ৩/৩১, হাদিস : ৮০৮৯
৫. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৬০, হাদিস : ১১৫৬৯
৬. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/১৩২, হাদিস : ৬৭৩৭
৭. বুখারী : খলকু আফয়ালিল ইবাদ, ১/৫৩
৮. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৬০. হাদিস : ৩৭৯২০
৯. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ২/৪৩০, হাদিস : ১২৩৩
১০. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৫৬, হাদিস : ৯৩৫
১১. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ২/৫৩৭, হাদিস : ২৬৪০
১২. রবী : আল-মুসনাদ, ১/৩৪, হাদিস : ৩৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ.

وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ.

১২. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী ও হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও শাখাদলের উদ্ভব হবে। আর এক সম্প্রদায় এমন হবে যে, তারা কথাবার্তায় ভাল ও সুন্দর হবে কিন্তু কর্মে হবে মন্দ। কুরআন পাক পড়বে যা তাদের গলা অতিক্রম করবে না (অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা তাদের নামায ও রোযার সম্মুখে তোমাদের নামায ও রোযাকে হীন মনে করবে।) তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেরূপ তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তারা দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে না অথচ তীর ধনুকে ফিরে আসা সম্ভব। তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক মন্দ হবে। সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করে অথবা যাকে তারা শহীদ করে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এর দিকে আহবান করবে অথচ এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তাদের হত্যাকারী আল্লাহর নিকট অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অতি নিকটতম হবে। সাহাবায়ে কিরাম আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের নিদর্শন কী? তিনি ইরশাদ করেন, মাথা মুন্ডানো। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ ইরশাদ করেছেন যে, তাদের নিদর্শন হলো– 'মাথা মুন্ডানো' এবং সর্বদা মাথা মুন্ডিয়ে রাখা।[১২]

---

[১২] ১. আবু দাউদ : আস্-সুনান, কিতাবুস্ সুন্নাহ, باب: فى قتال الخوارج ৪/২৪৩, হাদিস : ৪৭৬৫
২. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, باب فى ذكر الخوارج ১/৬০, হাদিস : ১৬৯
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/২২৪, হাদিস : ১৩৩৬২
৪. হাকেম : আল-মুসদাতরক, ২/১৬১, হাদিস : ২৬৪৯
৫. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৭১
৬. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ৭/১৫, হাদিস : ২৩৯১, ২৩৯২ এবং হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।
৭. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৫/৪২৬, হাদিস : ৩১১৭
৮. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৮/১২১, হাদিস : ৭৫৫৩
৯. মরওয়াজী : আস্-সুন্নাহ, ১/২০, হাদিস : ৫২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٣ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنْ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ وَاللهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

১৩. হযরত শারীক বিন শিহাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি এ আশা পোষণ করেছি যে, আমি হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করব এবং তাঁর কাছে খারেজীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর এক ঈদের দিনে আমি আবু বারযাহ্ আসলামী রাদিআল্লাহু আনহুকে তাঁর অসংখ্য সঙ্গীদের মধ্যে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলে পাকের নিকট খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমি আমার দু'কানে শুনেছি এবং চক্ষুদ্বয়ে দেখেছি যে, হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসা হলো, অতঃপর তিনি ওগুলো ওই সব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন, যারা তাঁর ডানে-বামে উপবিষ্ট ছিলেন এবং যারা পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন তাদেরকে তিনি কিছু দান করলেন না। এমতাবস্থায় পিছনের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়ালো আর বললো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ন্যায় সঙ্গতভাবে বন্টন করেন নি। ঐলোকটি কালো বর্ণের, মাথা মুন্ডানো এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাদা কাপড় পরিহিত ছিল (এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এটাও বৃদ্ধি করেছেন যে, তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে অর্থাৎ কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল।) এতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার পর কোন ব্যক্তিকে আমার চেয়ে অধিক ন্যায়-পরায়ণ পাবে না। অতঃপর বললেন, শেষ যুগে এমনই এক সম্প্রদায় বের হবে, ঐ ব্যক্তি যেন তাদেরই একজন (আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ইরশাদ করেন, পূর্বদিক থেকে কিছু লোক বের হবে, এ ব্যক্তিও ঐসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত আর তাদের পরিচালন পদ্ধতিও এরূপ হবে)। তারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে পৌঁছবে না। তারা ইসলাম থেকে এরূপভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের নিদর্শন হলো, অধিক মাত্রায় মাথা মুন্ডানো, এরা সর্বদা বের হতে থাকবে। পরিশেষে, তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে বের হবে। যখনই তোমরা তাদেরকে পাবে, তখনই তাদেরকে হত্যা করেবে। কেননা এরা সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা নিকৃষ্টতম।[১৩]

١٤ – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ :سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا.

[১৩] ১. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবু তাহরীমুদ দাম, باب: من شهر سيفه ثم وضعه للناس ৭/১১৯, হাদিস : ৪১০৩
২. নাসায়ী : আস্-সুনানুল কুবরা, ২/৩১২, হাদিস : ৩৫৬৬
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪/৪২১
৪. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৯/২৯৪, ৩০৫, হাদিস : ৩৮৪৬
৫. হাকেম : আল-মুসদাতরক, ২/১৬০, হাদিস : ২৬৪৭
৫. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৯. হাদিস : ৩৭৯১৭
৬. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৫২, হাদিস : ৯২৭
৭. তায়ালিসী : আল-মুসনাদ, ১/১২৪, হাদিস : ৯২৩
৮. আসকালানী : ফতহুল বারী, ১২/২৯২
৯. ইবনুল কায়সারানী : তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ৩/১১০১
১০. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৮৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৪. আবু সালামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হারুরীয়াদের (খারেজীদের) প্রসঙ্গে কোন হাদিস শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক সম্প্রদায়ের আলোচনা করতে শুনেছি, যারা বেশি বেশি ইবাদত করবে (ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে, দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে তাদেরকে খুব পরিপক্ক দেখা যাবে) এমনকি তোমরা আপন নামায ও রোযাকে তাদের নামায ও রোযার তুলনায় সামান্য মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তখন লোকেরা তাদের তীর উঠিয়ে এটার বর্শায় দেখলো কোন রক্ত ইত্যাদি দেখে না, অতঃপর ঐ তীরের কাষ্ঠে দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন দেখা যায় না।[১৪]

١٥ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

১৫. হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে থাকা অবস্থায় একথা বলতে শুনেছি যে, সাবধান হয়ে যাও! ফিতনা ওদিকে, এ বলে তিনি পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন, ওখান থেকে শয়তানের শিং উদয় হবে।[১৫]

١٦ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

[১৪] ১.ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, মুকদ্দমা, باب ق ذكر الخوارج ১/৬০, হাদিস : ১৬৯
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/৩৩, হাদিস : ১১৩০৭
৩. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৭. হাদিস : ৩৭৯০৯

[১৫] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, باب نسبة اليمن إلي اسماعيل ৩/১২৯৩, হাদিস : ৩৩২০, কিতাবু বদয়িল খল্ক, باب صفة ابليس وجنوده ৩/১১৯৫, হাদিস : ৩১০৫
২. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুল ফিতান, باب الفتنة من المشرق...الخ ৪/২২২৯, হাদিস : ২৯০৫
৩. মালেক : আল-মুআত্তা, কিতাবুল ইসতিযান, باب ماجاء ق المشرق ২/৯৭৫, হাদিস : ১৭৫৭
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪/৪২১
৫. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/২৫, হাদিস : ৬৬৪৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৬. হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, যখন তাঁর চেহারা মুবারক পূর্বদিকে ফিরানো ছিলো যে, সতর্ক হয়ে যাও! ফিতনা ঐদিকেই, যেখান থেকে শয়তানের শিং বের হবে।[১৬]

١٧ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

১৭. হযরত (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, হুযূর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন এভাবে) দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের ইয়েমন দেশে বরকত দান করুন। (কিছু) লোক আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নজদের জন্যও? তিনি পুনরায় দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের শামদেশে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ইয়েমন দেশে বরকত দান করুন। (কিছু) লোক (পূনরায়) আরয করল, হে প্রিয় রাসূল! আমাদের নজদের জন্যও। আমার মনে হয় তিনি তৃতীয়বার ইরশাদ করলেন, ওখান থেকে ভূমিকম্প, ফিতনা-ফসাদ এবং শয়তানের শিং (ওহাবীয়তের ফিতনা) বের হবে।[১৭]

---

[১৬] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল ফিতান, باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق ৬/২৫৯৮, হাদিস : ৬৬৮০
২. মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুল ফিতান, باب الفتنة من المشرق...الخ ৪/২২২৮, হাদিস : ২৯০৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/৯১, হাদিস : ৫৬৫৯
৪. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ১/১২২, হাদিস : ৩৮৭
৫. মুকরী : আস্-সুনানুল ওয়ারিদাহ, ১/২৪৬, হাদিস : ৪৩

[১৭] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল ফিতান, باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق ৬/২৫৯৮, হাদিস : ৬৬৮১, কিতাবুল ইসতিসকা, باب ما قيل في الزلازل والآيات ১/৩৫১, হাদিস : ৯৯০
২. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب في فضل الشام واليمن ৫/৭৩৩, হাদিস : ৩৯৫৩
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/১১৮, হাদিস : ৫৯৮৭
৪. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৬/২৯০, হাদিস : ৭৩০১
৫. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১২/৩৮৪, হাদিস : ১৩৪২২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٨ – أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ : وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ مِنْ تَهْذِيْبِ الآثَارِ مِنْ طَرِيْقِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا كَيْفَ كَانَ رَأْيُ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَرُوْرِيَّةِ قَالَ: كَانَ يَرَاهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللهِ، اِنْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتِ الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا فِي الْمُؤْمِنِيْنَ.

قُلْتُ: وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ الْمَرْفُوْعِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرٍّ فِي وَصْفِ الْخَوَارِجِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا مِثْلُ.

وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيْقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلْخَوَارِجَ فَقَالَ: هُمْ شِرَارُ أُمَّتِي يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي . وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

وَعِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوْعًا هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ يَقْتُلُهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ وَفِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْدَ أَحْمَدَ : هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْدَ مُسْلِمٍ: مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ.

وَفِي حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ يَعْنِي عَنْ أَبِيْهِ عِنْدَ الطَّبْرَانِي شَرُّ قَتْلَى أَظَلَّتْهُمُ السَّمَاءُ وَأَقَلَّتْهُمُ الأَرْضُ. وَفِي حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَهُ،

---

৬. মুকরী : আস্-সুনানুল ওয়ারিদাহ, ১/২৫১, হাদিস : ৪৬
৭. মুনযিরী : আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/২৯, হাদিস : ৪৬৬৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَرْزَةَ مَرْفُوْعًا فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا.

وَعِنْدَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيْقِ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ.

وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِمْ.

১৮. ইমাম বুখারী স্বীয় কিতাব 'সহীহ'তে এ অধ্যায়ের প্রসঙ্গে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "এবং আল্লাহ্র জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হিদায়ত করে পথভ্রষ্ট করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেবেন না কোন্ বস্তু থেকে তাদেরকে বাঁচতে হবে।" (সূরা তাওবা ৯:১১৫) এবং (আবদুল্লাহ) ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা তাদের (খারেজীদের)কে আল্লাহ্ তা'আলার সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি মনে করতেন। (কারণ) তারা আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব আয়াত গ্রহণ করতো যেগুলো কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা সেগুলোর প্রয়োগ মু'মিনদের উপর করা শুরু করেছিল।

আর ইমাম আসকালানী ফাতহুল বারীতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম তাবরানী উক্ত হাদিসটি 'তাহযীবুল আছার' হতে বাকীর বিন আবদুল্লাহ্ বিন আল আসিজ'র সূত্রে 'মুসনাদে আলীতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন যে, তিনি নাফে'র নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হারুরীয়া (খারেজী)দের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমার কী অভিমত ছিল ? তিনি বললেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতর মনে করতেন। তারা আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব আয়াতসমূহ গ্রহণ করতো যেগুলো কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল এবং সেগুলোর প্রয়োগ মুমিনদের উপর করতো। আমি (ইবনে হাজর আসকালানী) বলছি, উক্ত হাদিসটির সনদ সহীহ। এর বিশ্লেষণ হল, এ হাদিসের সনদটি বিশুদ্ধ ও মারফূ হওয়ার বর্ণনায় ইমাম মুসলিম হযরত আবু যর গিফারী খারেজীদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গের হাদিসটিতে প্রমাণ করেছেন। আর ঐ হাদিসটি হলো যে, "তারা সৃষ্টি ও আদর্শের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক।" এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নিকটও অনুরূপ একটি হাদিস হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু হতে মরফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম বায্যাব শা'বীর সূত্রে, তিনি হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের আলোচনা করলেন এবং বললেন, "তারা আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্টতর লোক। আর তাদেরকে আমার উম্মতের উত্তম লোকেরা হত্যা করবে।" এ হাদিসটির সনদ হাসান।

ইমাম তাবরানীর ঐ একই সনদে মরফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, "তারা (খারেজীগণ) নিকৃষ্ট সৃষ্টি ও মন্দ চরিত্রধারী এবং তাদেরকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ও উত্তম চরিত্রধারীগণ হত্যা করবে।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কর্তৃক হযরত আবু সা'ঈদ খুদূরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, "তারা (খারেজীগণ)" সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতর লোক।"

ইমাম মুসলিম উবায়দুল্লাহ্ বিন আবি রাফে'র রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, "এরা (খারেজীগণ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য লোক।"

ইমাম তাবরানীর নিকট আবদুল্লাহ্ বিন খাব্বাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদিস, যা তিনি স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে যে, "তারা হল নিকৃষ্ট নিহতগণ, যাদের উপর আকাশ ছায়াদান করছে ও ভূ-পৃষ্ঠ উত্তোলন করে রাখছে।" আর আবু উমামার হাদীসেও উক্ত শব্দমালা রয়েছে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইবনে আবি শায়বাহ কর্তৃক আবু বারযাহ্ হতে মারফূ' সূত্রে খারেজীদের বর্ণনায় হাদিসে রয়েছে যে, "তারা (খারেজীগণ) মন্দ সৃষ্টি ও মন্দ আদর্শের।" এরূপ তিনবার বলেছেন।

ইবনে আবি শায়বাহ উমাইর বিন ইসহাকের সূত্রে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, "তারা (খারেজীগণ) নিকৃষ্ট সৃষ্টি।" আর এগুলো এমন সব বাক্য, যা ঐ ব্যক্তির উক্তিকে সমর্থন করে, যে তাদেরকে কাফের ঘোষণা করে।[১৮]

---

[১৮] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন ওয়াল মু'আনীদিন ওয়া কিতালিহিম, باب: قتل الخوارج والملحدين...الخ ৬/২৫৩৯

২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুয যাকাত, باب الخوارج شر الخلق والخليقة ২/৭৫০, হাদিস : ১০৬৭, কিতবুয যাকাত, باب التحريض على قتل الخوارج ২/৭৪৯, হাদিস : ১০৬৬

৩. আবু দাউদ : আস্-সুনান, কিতাবুস্ সুন্নাহ, باب: في قتال الخوارج ৪/২৪৩, হাদিস : ৪৭৬৫

৪. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবু তাহরীমুদ দাম, باب: من شهر سيفه ثم وضعه للناس ৭/১১৯, হাদিস : ৪১০৩

৫. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, মুকদ্দমা, باب في ذكر الخوارج ১/৬০, হাদিস : ১৭০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٩ - عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ رَأَى أَبُو أُمَامَةَ ﷺ رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ : كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ :أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ.

১৯. আবু গালিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি দামেস্কের মসজিদের সিঁড়িতে মাথা মুন্ডানো (খারেজী)দেরকে দেখলেন। আর তখন তিনি বললেন, জাহান্নামের কুকুরের দল, আসমানের নীচে অবস্থানরত নিকৃষ্ট সৃষ্টি। আর উত্তম শহীদ হলো সেই ব্যক্তি, যাকে তারা হত্যা করে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন- "সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে ..... শেষাবধি।" (সূরা আল ইমরান ৩:১০৬)

আবু গালিব বলেন, আমি আবু উমামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে আরয করলাম, আপনি কি রাসূলে পাকের নিকট এরূপ শুনেছেন? তিনি বললেন,

৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/১৫, ২২৪, হাদিস : ১১১৩৩, ১৩৩৬২, ৪/৪২১, ৪২৪, ৫/৩১, ১৭৬, হাদিস : ২১৫৭১
৭. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/৩৮৭, হাদিস : ৬৯৩৯
৭. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৭, ৫৫৯. হাদিস : ৩৭৯০৫, ৩৭৯১৭
৮. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৯/২৯৪, ৩০৫, হাদিস : ৩৮৪৬
৯. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ২/১৬৭, হাদিস : ২৬৫৯
১০. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/১৮৬, হাদিস : ৬১৪২, ৭/৩৩৫, হাদিস : ৭৬৬০
১১. তাবরানী : আল-মু'জামুস সগীর, ১/৪২, হাদিস : ৩৩
১২. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৫/১৯, হাদিস : ৪৪৬১, ৭/২৬৬, হাদিস : ৮০৩৩
১৩. বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৮৮
১৪. আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৫/৩৩৭, হাদিস : ২৯৬৩
১৫. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২৩০, ২৩৯
১৬. আসকালানী : ফতহুল বারী, ১২/২৮৬, হাদিস : ৬৫৩২
১৭. আসকালানী : তাগলিকুত তা'লিক, ৫/২৫৯
১৮. ইবনে আবদিল বর : আত-তামহীদ, ২৩/৩৩৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি আমি তাঁর নিকট এক, দুই, তিন, চার এভাবে সাতবার পর্যন্ত গণনা করতাম না (অর্থাৎ তিনি বারবার শুনেছেন।)[১৯]

٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ : هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

২০. হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত আয়েশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার দরজার নিকট দন্ডায়মান ছিলেন তখন পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ফিতনা ওখান থেকেই যেখান থেকে শয়তানের শিং বের হবে।[২০]

٢١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

২১. হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা রাদিআল্লাহু আনহার দ্বারে দন্ডায়মান ছিলেন এবং তিনি স্বীয় মুবারক হাতে পূর্বদিকে ইশারা করে বলেছিলেন, ফিতনা ওখান থেকেই হবে, যেখান থেকে শয়তানের শিং উদয় হবে। তিনি এরূপ (বাক্য) দুই কিংবা তিনবার ইরশাদ করেছেন।[২১]

[১৯] ১. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবু তাফসিরুল কোরআন, باب ومن سورة آل عمران ৫/২২৬, হাদিস : ৩০০০
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫/২৫৬, হাদিস : ২২২৬২
৩. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ২/১৬৩, হাদিস : ২৬৫৫
৪. বায়হাকী : আস্-সুনানুল কুবরা, ৮/১৮৮, হাদিস : ৩৫৬৬
৫. তাবারানী : মুসনাদুশ শামিয়িন, ২/২৪৮, হাদিস : ১২৭৯
৬. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ৮/২৭১, হাদিস : ৮০৪৪
৭. মুহামিলী : আল-আমালী, ১/৪০৮, হাদিস : ৪৭৮, ৪৭৯
৮. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ : আস্-সুন্নাহ, ২/৬৪৩, হাদিস : ১৫৪২, ১৫৪৬ এবং বলেছেন, সনদ বিশুদ্ধ।
৯. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৮৯

[২০] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল খুমুস, باب: ماجاء في بيوت ازواج النبي...الخ ৩/১১৩০, হাদিস : ২৯৩৭
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/১৮, ২২৪, হাদিস : ৪৬৭৯
৩. মুকরী : আস্ সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান, ১/২৪৫, হাদিস : ৪২

[২১] মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুল ফিতান, باب الفتنة من حيث يطلع قرنا الشيطان ৪/২২২৯, হাদিস : ২৯০৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَلَهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ.

২২. হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণণা করেন। হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর দোয়ায়) বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের শাম ও আমাদের ইয়েমনে বরকত দান করুন। এরূপ তিনি দু'বার বললেন। তখন জনৈক ব্যক্তি আবেদন করলেন, আমাদের পূর্বদিকের জন্যও (বরকত প্রার্থনা করা হোক)। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সেদিক থেকে শয়তানের শিং উদয় হবে এবং এর নয়-দশমাংশই (এর সমান) মন্দ হবে।[২২]

٢٣- عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩. হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আর আমি এটা তাঁর নিকট শুনিনি যে, তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে যারা ইবাদত করবে এবং তাদের ইবাদতকে অনন্তর মজবুতভাবে করতে থাকবে। এমনকি তারা মানুষদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবে এবং নিজেরাও নিজদের ব্যাপারে বিস্মিত হবে। অথচ তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে যায়।[২৩]

[২২] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/৯০, হাদিস : ৫৬৪২
২. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ২/২৪৯, হাদিস : ১৮৮৯
৩. রু'য়ানী : আল-মুসনাদ, ২/৪২১, হাদিস : ১৪৩৩
৪. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/৫৭ এবং বলেছেন, ইমাম আহমদের রাবীসমূহ আব্দুর রহমান ইবনে আতা এর বারীই। তিনি ছেকাহ।

[২৩] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/১৮৩, হাদিস : ১২৯০৯
২. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২২৯ এবং বলেছেন, ইমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার রাবীসমূহ বিশুদ্ধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : لِلشَّهِيدِ نُورٌ ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشْرَةُ أَنْوَارٍ (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : فَضْلُ ثَمَانِيَةِ أَنْوَارٍ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ) وَكَانَ يَقُولُ : لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ.

২৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন রিবাহ আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি যে, "শহীদদের জন্য একটি নূর (জ্যোতি) থাকবে আর ঐ ব্যক্তি যে হারুরীয়া তথা খারেজীদের বিরুদ্ধে লড়বে তার জন্য দশটি নূর থাকবে।" এবং ইবনে আবি শায়বার বর্ণনায় রয়েছে যে, অন্যান্য শহীদগণের তুলনায় ঐ নূর আটগুণ বেশী মর্যাদামন্ডিত ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে আর ঐগুলোর তিনটিই হারুরীয়দের (খারেজীদের) জন্য (নির্ধারিত)।[২৪]

٢٥- عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْءًا لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِيُّ قَالَ : بَلِ الرَّامِيُّ.

২৫. হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমার যে বিষয়টির অধিক ভয় হয় তা হল এক ব্যক্তি, যে কুরআন পড়বে এমনকি কুরআনের ঔজ্জ্বল্য তার উপর দেখা যাবে। আর তা ঐ সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মূলকে সে ব্যতীত অন্যের পৃষ্ঠে আশ্রয় দান করতে ইচ্ছা করবেন। অতঃপর তার থেকে এটা (ইসলাম) খসে পড়বে, সে তা পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করবে এবং তার প্রতিবেশীদেরকে তরবারী নিয়ে অবিরাম দৌড়াবে এবং তাদের উপর শিরক (অংশীবাদ)'র অপবাদ দেবে।

[২৪] ১. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৫৫
২. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৭, হাদিস : ৩৭৯১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর নবী! উভয়ের মধ্যে কে শিরকের অধিক নিকটবর্তী হবে? শিরকের অপবাদ দানকারী, না যাকে শিরকের অপবাদ দেয়া হয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, শিরকের অপবাদ দানকারী।[২৫]

٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْمَشْرِقَ ، فَقَالَ : مِنْ هَاهُنَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَالزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ ، وَمِنْ هَاهُنَا الْفَدَّادُونَ .

২৬. হযরত (আবদুল্লাহ) বিন ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহার হুজারার নিকটে দোয়া করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, হে আল্লাহ আমাদের মুদ ও আমাদের সা' (মুদ ও সা' শসা এবং তরকারী পরিমাপের দুটি বাটখারা)তে বরকত দাও এবং আমাদের শাম ও ইয়েমনে বরকত দান করো। অতঃপর তিনি পূর্বদিকে ফিরে গেলেন এবং বললেন, ওখান থেকে শয়তানের শিং বের হবে এবং ভূমিকম্প ও ফিতনা প্রকাশ পাবে। আর সেদিক থেকেই রূক্ষভাষী ও আত্মম্বরী লোকের আবির্ভাব ঘটবে।[২৬]

٢٧- عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُمَرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : سَيَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا

[২৫] ১. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১/২৮২, হাদিস : ৮১
২. বায্যার : আল-মুসনাদ, ৭/২২০, হাদিস : ২৭৯৩
৩. বুখারী : তারিখুল কবির, ৪/৩১০, হাদিস : ২৯০৭
৪. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ২০/৮৮, হাদিস : ১৬৯
৫. তাবরানী : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, ২/২৫৪, হাদিস : ১২৯১
৬. ইবনু আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ১/২৪, হাদিস : ৪৩
৭. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১/১৮৮, এবং বলেছেন, হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।
৮. ইবনে কাসির : তাফসিরুল কোরআনিল আযিম, ২/২৬৬

[২৬] ১. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৭/২৫২, হাদিস : ৭৪২১
২. আবু নায়ীম : আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ, ৪/৪৪, হাদিস : ৩১৮৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى عَدَّهَا زِيَادَةً عَلَى عَشْرَةِ مَرَّاتٍ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ فِي بَقِيَّتِهِمْ.

২৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে পূর্বদিক হতে এমন কিছু লোক বের হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের মধ্যে যে (শয়তানের) আকৃতিতে শিং বের বের হবে, তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে যে শয়তানের শিং রূপে বের, হবে তাকে (এক সময়) ধংস করে দেয়া হবে। এমনকি তিনি এরূপ বাক্য দশবারের ও বেশি পুনরোক্ত করলেন এবং বললেন, তাদের মধ্যে যে দলই শয়তানের শিং রূপে আত্মপ্রকাশ করবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তাদের অবশিষ্ট উত্তরসূরীদের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[২৭]

٢٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

২৮. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন তারা মসজিদ সমূহে সমবেত হবে, অথচ তাদের মধ্যে একজনও মু'মিন থাকবে না।"[২৮]

[২৭] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/১৯৮, হাদিস : ৬৮৭১
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৪/৫৩৩, হাদিস : ৮৪৯৭
৩. ইবনে হাম্মাদ : আল-ফিতান, ২/৫৩২
৪. ইবনে রাশেদ : আল-জামে', ১১/৩৭৭
৫. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২২৮
৬. আল-আজরী : আশ-শরীয়াহ, ১/১১৩, হাদিস : ২৬০

[২৮] ১. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/১৬৩, হাদিস : ৩০৩৫৫, ৭/৫০৫, হাদিস : ৩৭৫৮৬
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৪/৪৮৯, হাদিস : ৮৩৬৫
৩. দায়লমী : আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, ৫/৪৪১, হাদিস : ৮০৮৬
৪. আবুল মাহাসিন : মু'তাসিরুল মুখতাসার, ২/২৬৬
৫. ফিরয়াবী : সিফাতুল মুনাফিক, ১/৮০, হাদিস : ১০৮, ১১০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٩- عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ (وفى رِوَايَةٍ : أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ) وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا

২৯. হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শেষ যুগে কিছু লোক সৃষ্টি হবে যারা দুনিয়াকে দ্বীন-ধর্মের বিনিময়ে অর্জন করবে। লোকদের সামনে ভেড়ার চামড়ার মত কোমল পোষাক পরিধান করবে। তাদের রসনা (কথাবার্তা) চিনি থেকে অধিক মিষ্টি হবে। (এক বর্ণনায় রয়েছে, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি হবে) তাদের অন্তর হিংস্র বাঘের অন্তর হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এসব লোক কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়? না আমার ওপর বীরত্ব প্রদর্শন করতে চায়? (অর্থাৎ আমাকে কি ভয় করেনা?) আমার সত্ত্বার শপথ! যে সব লোক তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে, আমি অবশ্যই তাদের ওপর ফিতনা প্রেরণ করবো, যা তাদের মধ্যে ধর্মশীলদেরকে হতভম্ব ও দিশেহারা করে দিবো।[২৯]

٣٠- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثٌ أَحِدَّاءُ أَشِدَّاءُ ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ يَقْرَءُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ.

[২৯] ১. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবুয যুহুদ, (٥٩) باب ৪/৬০৪, হাদিস : ২৪০৪, ২৪০৫
২. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/২৩৫, হাদিস : ৩৫৬২৪
৩. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৫/৩৬২, হাদিস : ৬৯৫৬
৪. তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৮/৩৭৯
৫. ইবনুল মুবারক : কিতাবুয যুহুদ, ১/১৭, হাদিস : ৫০
৬. দায়লমী : আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, ৫/৫১০, হাদিস : ৮৯১৯
৭. মুনযিরী আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২, হাদিস : ৪১
৮. ইবনে হান্নাদ : কিতাবুয যুহুদ, ২/৪৩৭, হাদিস : ৮৬০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩০. হযরত আবু বাকরাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণণা করেন হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই যুবক শ্রেণীর একটি দল বের হবে, যারা অত্যন্ত কঠোর এবং কুরআনকে খুব সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় পাঠকারী হবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে পৌঁছবে না। আর যখন তাদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয় তাদের আঘাত করো (এরপর যখন তাদের দ্বিতীয় কোন দল বের হয় এবং) তোমরা তাদের সাক্ষাৎ পাও তাদেরকে হত্যা করো। অবশ্যই তাদের হত্যাকারীদেরকে অশেষ পুণ্য প্রদান করা হবে।[৩০]

٣١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي مَرَرْتُ بِوَادِي كَذَا وَكَذَا فَإِذَا رَجُلٌ مُتَخَشِّعٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : اذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ، قَالَ : فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا رَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لِعُمَرَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَذَهَبَ عُمَرُ فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي رَآهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ :فَكَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ قَالَ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله : إِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُتَخَشِّعًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ ، قَالَ يَا عَلِيُّ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، قَالَ :فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَرَهُ فَرَجَعَ عَلِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله: إِنَّهُ لَمْ يُرَهْ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ فِي فُوقِهِ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

[৩০] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫/৩৬, ৪৪
২. হাকেম : আল-মুসতাদরক, ২/১৫৯, হাদিস : ২৬৫৪
৩. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৫৬, হাদিস : ৯৩৭
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ : আস্-সুন্নাহ, ২/৬৩৭, হাদিস : ১৫১৯ এবং বলেছেন, তার সনদ হাসান।
৫. বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৮/১৮৭
৬. দায়লমী : আল-ফেরদৌস বি মা'সুরিল খিতাব, ২/৩২২, হাদিস : ৩৪৬০
৭. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২৩০
৮. হারেস : আল-মুসনাদ (যওয়ায়েদে হাইছমী) ২/৭১৪. হাদিস : ৭০৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩১. হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলে পাকের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি অমুক অমুক উপত্যকা (ওয়াদী) দিয়ে অতিক্রম করতে ছিলাম। আর তখন অধিক একাগ্রে বাহ্যতভাবে সুদর্শন এক ব্যক্তিকে নামায আদায় করতে দেখলাম। হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তার নিকট গিয়ে তাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তার দিকে গেলেন। আর তাকে ঐ অবস্থায় (নামাযতর) দেখলেন। তাই তাকে হত্যা করা সঙ্গত মনে করলেন না। অতপর তিনি রাসূলে পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, যাও তাকে কতল করো। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু গেলেন এবং তিনিও তাকে ঐ অবস্থায় পেলেন যেরূপ হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু দেখেছিলেন। অতএব তিনিও তাকে হত্যা করা পছন্দ করলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনিও ফিরে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে সর্বোচ্চ বিনয়াবনত ও একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতে দেখলাম। তাই (এই অবস্থায়) তাকে হত্য করা পছন্দ করিনি। তিনি নির্দেশ দিলেন, হে আলী! যাও তাকে হত্যা করো। রাবী বলেন, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর তিনি তাকে দেখলেন না। অতএব তিনিও ফিরে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কোথাও দেখলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেলেন, নিশ্চয় এ ব্যক্তি ও তার সঙ্গীরা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারকৃত প্রাণী ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আর তারা দ্বীনে ফিরে আসবে না যতক্ষণ না তীর ধনুকে ফিরে আসে। (অর্থাৎ তাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব।) অতএব তোমরা তাদেরকে (যখনই পাও) হত্যা করো। কেননা তারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম।[৩১]

[৩১] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/১৫, হাদিস : ১১১৩৩
২. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২২৫ এবং বলেছেন, তার রাবীসমূহ ছেকাহ।
৩. আসকালানী : ফতহুল বারী, ১২/২২৯
৪. ইবনে হাযম : আল-মুহাল্লা, ১১/১০৪

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٢- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ :بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَقْتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ :أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أَرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا.

৩২. হযরত আবু বাক্‌রাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করতে ছিলেন, আর তখন তিনি নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নামায সম্পন্ন করলেন এবং তার নিকট ফিরে আসলেন। আর সে তখনো সিজদারত অবস্থায় ছিলো। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, কে তাকে হত্যা করবে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, সে তার বাহুদ্বয় খুলে তরবারী উত্তোলন করল এবং তাকে আন্দোলিত করল। (তার দিকে তাকিয়ে তিনি তার বাহ্যবয়ব ও কর্মকান্ড দেখে প্রভাবিত হয়ে গেলেন)। অতপর বলল, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হোক! আমি কিভাবে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করবো, যে সিজদাবস্থায় রয়েছে এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নেই আর নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল। অতঃপর তিনি পুনরায় ইরশাদ করলেন, কে তাকে কতল করবে? তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমি । সে তার বাহুদ্বয় প্রসারিত করলো, তলোয়ার উঁচু করলো এবং তাকে নাড়া দিল (তাকে হত্যাই করতে আরম্ভ করলো। তখন তার হাত কেঁপে উঠল। আবেদন করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি কিভাবে তাকে হত্যা করবো, যে সিজদাবনত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ (উপাস্য) নেই

৫. শওকানী : নাইলুল আওতার, ৭/৩৫১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, ঐ সত্ত্বার শপথ, যার কুদরতী হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে তাহলে এটাই হত ফিতনার শুরু ও শেষ (অর্থাৎ এই ফিতনা তার মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যেত ।)[৩২]

٣٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كَانَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ يُعْجِبُنَا تَعَبُّدُهُ وَاجْتِهَادُهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّي جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَيْهِمْ) فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَوَصَفْنَاهُ بِصَفَتِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ، قُلْنَا : هَا هُوَ ذَا، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَخْبِرُوْنِي عَنْ رَجُلٍ إِنَّ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْشَدْتُكَ بِاللهِ هَلْ قُلْتَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ : مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنِّي أَوْ أَخْيَرُ مِنِّي؟ ! قَالَ : اَللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ يَّقْتُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ : أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ أَقْتُلُ رَجُلاً يُصَلِّي وَقَدْ نَهَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا فَعَلْتَ ، قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ نَهَيْتَ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ فَقَالَ عُمَرُ : أَبُوْ بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنِّي، فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَهْ قَالَ : وَجَدْتُهُ وَاضِعًا وَجْهَهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، فَقَالَ : مَنْ يَّقْتُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ

[৩২] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫/৪২, হাদিস : ১৯৫৩৬
২. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৫৭, হাদিস : ৯৩৮
৩. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২২৫ এবং বলেছেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমদের রাবীসমূহ বিশুদ্ধ ।
৪. হারেস : আল-মুসনাদ (যওয়ায়েদে হাইছমী) ২/৭১৩. হাদিস : ৭০৩
৫. ইবনে রজব : জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/১৩১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَلِيٌّ : أَنَا، قال : أَنْتَ إِنْ أَدْرَكْتُهُ قَالَ : فَدَخَلَ عَلِيٌّ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ فَرَجَعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : مَهْ قَالَ : وَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ، قَالَ : لَوْ قَتَلَ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي رَجُلاَنِ كَانَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، قَالَ مُوْسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يَقُوْلُ: هُوَ الَّذِيْ قَتَلَهُ عَلِيٌّ ذَا الثُّدَيَّةِ.

هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشَّيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِي (أَوْ أَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْ أُمَّتِي) أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوْهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ رَجُلاَنِ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اِخْتَلَفُوْا عَلَى إِحْدَى أَوْ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَإِنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُوْنَ مِثْلَهُمْ أَوْ أَكْثَرَ لَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا هِذِهِ الْوَاحِدَةُ قَالَ اَلْجَمَاعَةُ وَآخِرُهَا فِي النَّارِ.

৩৩. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ছিল যার ইবাদত ও সাধনা আমাদেরকে হতবাক করেছিল । (অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলে পাকের কতিপয় সাহাবা তাকে নিজেদের চেয়েও উত্তম মনে করে বসেছিলেন ।) । আমরা রাসূলে পাকের সম্মুখে তার নাম ও গুণ বর্ণনা করে তার পরিচয় দিয়েছিলাম । একবার আমরা তার আলোচনা করতে ছিলাম তখনই ঐ ব্যক্তি এসে পড়ল, আমরা আরয করলাম- সে ঐ ব্যক্তিই । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নিশ্চয় তোমরা যে ব্যক্তির সংবাদ দিচ্ছ নিশ্চিতরূপে তার চেহারায় শয়তানের বর্ণ (রং) বিদ্যমান । তখন ঐ ব্যক্তি নিকটে আসল এমনকি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে সালামও করলো না । হুযূর নবীযে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি (তুমি সত্য সহকারে বল) যে, যখন তুমি মজলিশের পাশে দন্ডয়মান ছিলে তখন কি আপন অন্তরে এটা বলনি যে, লোকদের মধ্যে আমার চেয়ে উত্তম কিংবা আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কেউ নন? সে বলল, আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ, (আমি বলেছিলাম) । অতঃপর সে মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়া আরম্ভ করল (অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর সে ফিরে এসে মসজিদের প্রাঙ্গনে আসল, নামাযের প্রস্তুতি নিল, হাটু সোজা করল এবং নামাযে লেগে পড়ল ।)তখন হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বললেন, এ ব্যক্তিকে কে হত্যা করবে? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু উত্তর দিলেন, আমি করবো। তিনি তার নিকট গমণের পর তাকে নামাযরত অবস্থায় পাওয়ার পর বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহর পবিত্রতা) আমি নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে (কিভাবে) হত্যা করবো? অথচ হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযিদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (এ বলে) তিনি বেরিয়ে এলেন এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কী করলে? তিনি বললেন, আমি তাকে এ অবস্থায় পেলাম যে, সে নামায আদায় করছে, তাই তাকে হত্যা করা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হলো আর আপনি নামাযীদেরকে হত্যা করাতে বারণ করেছেন। তিনি পূনরায় ইরশাদ করলেন, এই ব্যক্তিকে কে হত্যা করবে? হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আবেদন করলেন, আমি করবো। তিনি তার নিকট গেলেন আর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে চেহারা ঝুঁকানো অবস্থায় দেখলেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলতে লাগলেন, হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমার চেয়েও উত্তম। এজন্য তিনিও (হত্যা না করে) বেরিয়ে গেলেন। হুযূর নবীয়ে আকরার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কী করলে? তিনি আরয করলেন, আমি তাকে আল্লাহর দরবারে শিরঝুঁকানো অবস্থায় দেখলাম, তাই (এ অবস্থায়) তাকে হত্যা করা অপছন্দ করলাম। তিনি (আবার) ইরশাদ করলেন, কে এই ব্যক্তিকে হত্যা করবে? তখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি করবো। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমিই এটা (হত্যা)'র জন্য, যদি তুমি তাকে পাও (তাহলে অবশ্যই হত্যা করবে।) বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি ভিতরে তার দিকে গিয়ে দেখলেন সে চলে গেছে। তিনি রাসূলে পাকের নিকট ফিরে আসলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন কী করলে? হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি গিয়ে দেখলাম সে বেরিয়ে গেছে। এতদ শ্রবণে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, যদি তাকে হত্যা করে দেয়া হতো, তাহলে আমার উম্মতগণের দু'জনের মধ্যেও কোন মতানৈক্য হত না। সে (ফিতনার মধ্যে) তাদের প্রথম ও শেষ। হযরত মূসা বর্ণনা করেন, আমি হযরত মুহাম্মদ বিন কা'বের কাছে বলতে শুনেছি, সে ওই স্তন (এর মতো হাত) ওয়ালা ব্যক্তি ছিল, যাকে হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হত্যা করেছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এই হলো শয়তানের শিং, যা আমার উম্মতের মধ্যে প্রকাশ পাবে (কিংবা প্রকাশিত হলো) অথচ যদি তোমরা তাকে হত্যা করে দিতে, তাহলে তোমাদের মধ্যকার দু'ব্যক্তির মধ্যেও মতবিরোধ হতো না। নিশ্চয় বনী ইস্রাঈলের মধ্যে মতবিরোধের কারণে তারা একাত্তর কিংবা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল।

আর অচিরেই এর সমপরিমাণ কিংবা এর চেয়েও বেশি দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এগুলোর মধ্যে একটি দল ব্যতীত কোন দল সঠিক পথে থাকবে না। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ একটি দল কোনটি হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, 'জামা'আত' (সবচেয়ে বড় দল) এটা ছাড়া বাকী সব দলই জাহান্নামে যাবে।[৩৩]

٣٤- عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.....الخ.

৩৪. হযরত ত্বারেক বিন যিয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে খারেজীদের বিরুদ্ধে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে ছিলাম। হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে হত্যা করলেন এবং বললেন, দেখো নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, অচিরেই এমন লোক বের হবে, যারা সত্যের কথা বলবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা সত্য থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।[৩৪]

---

[৩৩] ১. আবু ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ১/৯০, হাদিস : ৯০, ৭/১৫৫, ১৬৮, হাদিস : ৪১৪৩, ৪১২৭
২. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ১০/১৫৫, হাদিস : ১৮৬৭৪
৩. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/৫২
৪. মারওয়াজী : আস্-সুন্নাহ, ১/২১. হাদিস : ৫৩
৫. মুকাদ্দেসী : আল-আহাদিসুল মুখতারা, ১৭/৬৯, হাদিস : ২৪৯৯
৬. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২২৬

[৩৪] ১. নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৫/১৬১, হাদিস : ৮৫৬৬
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/১০৭, হাদিস : ৮৪৮
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস্ সাহাবা, ২/৭১৪, হাদিস : ১২২৪
৪. খতিব : তারিখে বাগদাদ, ১৪/৩৬২. হাদিস : ৭৬৮৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٥- عَنْ مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ.....فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سَيَكُوْنُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ....وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثَ.

৩৫. আবদুল্লাহ্ বিন হারেস বিন নওফেল মাওলা মিকসাম আবুল কাসেম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, শীঘ্রই তার একটি দল বের হবে যারা দ্বীনের ব্যাপারে (বাহ্যত) সুগভীর জ্ঞানধারী দৃষ্ট হবে; কিন্তু তারা দ্বীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়..... অতঃপর সম্পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

٣٦- عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ.

৩৬. হযরত ওক্ববা বিন আমের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, হুযূর রাহমতুল্লীল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক বের হবে, যারা কোরআনকে এমন (ঢোক দিয়ে গলাধঃ করনের ন্যায়) করে পাঠ করবে, যেন তারা দুধ পান করছে।[৩৬]

---

৫. মারওয়াজী : তা'যিমু কদরিস্ সালাত, ১/২৫৬, হাদিস : ২৪৭
৬. মুয্যী : তাহযিবুল কামাল, ১৩/৩৩৮, হাদিস : ২৯৪৮

[৩৫] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/১০৭, হাদিস : ৮৪৮
২. ইবনে আবু আসেম : আস্-সুন্নাহ, ২/৪৫৩, ৪৫৪, হাদিস : ৯২৯, ৯৩০
৩. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ : আস্-সুন্নাহ, ২/৬৩১, হাদিস : ১৫০৪
৪. ইবনে তাইমিয়া : আস্ সারিমুল মাসলুল, ১/২৩৭
৫. আসকালানী : ফতহুল বারী, ১২/২৯২
৬. তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলুক, ২/১৭৬

[৩৬] ১. তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১৭/২৯৭, হাদিস : ৮২১
২. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২২৯
৩. মুনাবী : ফয়জুল কদির, ৪/১১৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

৩৭. হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, (মক্কা) বিজয়ের বছর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তার মাথা মুবারকের উপর লৌহ টুপি ছিল। যখন তিনি এটা খুলে ফেললেন তখন এক ব্যক্তি আবেদন করলো, (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বিদ্রোহী) ইবনে খাতাল (প্রাণ রক্ষায়) কা'বার চাদরে আবৃত (লুকিয়ে) আছে। তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করে দাও।[৩৭]

٣٨- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ بَلْقِيْنَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَكْفِيْنِي عَدُوِّيْ فَخَرَجَ إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ﷺ فَقَتَلَهَا.

৩৮. হযরত ওরওয়াহ বিন মুহাম্মদ 'বিলক্বীন' এর কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিত। হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কে আমার এ বিদ্রোহী শত্রুর বদলা নিবে? তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তার দিকে গেলেন এবং তাকে হত্যা করলেন।[৩৮]

---

[৩৭] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল হজ্ব, باب: دخول الحرم ومكـة...الخ ২/৬৫৫, হাদিস : ১৭৪৯, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, ৩/১১০৭, হাদিস : ২৮৭৯, কিতাবুল মাগাজী, باب أين ركز النبي ...الخ ৪/১৫৬১, হাদিস : ৪০৩৫
২. মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুল হজ্ব, باب جواز دخول مكة...الخ ২/৯৮৯, হাদিস : ১৩৫৭
৩. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, باب ماجاء فى المغفر ৪/২০২, হাদিস : ১৬৯৩
৪. আবু দাউদ : আস্-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, باب قتل الأسير ولايعرض...الخ ৩/৬০, হাদিস : ২৬৮৫
৫. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুমানাসিকুল হজ্ব, باب دخول مكة بغير احرام ৫/২০০, হাদিস : ২৮৬৭
৬. নাসায়ী : আস্-সুনানুল কুবরা, ২/৩৮২, হাদিস : ৩৮৫০
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩/১৮৫,২৩১,২৩২, হাদিস : ১২৯৫৫,১৩৪৩৭,১৩৪৬১, ১৩৫৪২
৮. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৯/৩৭, হাদিস : ৩৭২১
৯. তাহাবী : শরহু মা'নিল আছার, ২/২৫৯
১০. তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৯/২৯, হাদিস : ৯০৩৪
১১. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৪০

[৩৮] ১. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ৫/৩০৭, হাদিস : ৯৭০৫
২. বায়হাকী : আস্-সুনানুল কুবরা, ৮/২০২
৩. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَتَمَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَكْفِيْنِي عَدُوِّيْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَبَارَزَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَلَبَهُ.

৩৯. হযরত (আবদুল্লাহ্) ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, এক মুশরিক ব্যক্তি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিল। তখন হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কে আমার এই দুশমনের বিনিময় নেবে? হযরত যুবাইর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, অতঃপর তিনি মাঠে বেরিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের শরীরের দ্রব্যাদি হযরত যুবাইর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে দিয়ে দিলেন।[৩৯]

٤٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

৪০. হযরত (আব্দুল্লাহ্) ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে (মুসলমান) স্বীয় দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।[৪০]

٤١- عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي حَرَّةَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوْسَى لِانْفَاذِ الْحُكُوْمَةِ اِجْتَمَعَ الْخَوَارِجُ فِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهَبٍ الرَّاسِبِيِّ مِنْ رُؤُوْسِ الْخَوَارِجِ، فَخَطَبَهُمْ خُطْبَةً بَلِيْغَةً زَهَدَهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا وَرَغَّبَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَالْجَنَّةِ، وَحَثَّهُمْ

[৩৯] ১. আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ৫/২৩৭, ৩০৭, হাদিস : ৯৪৭৭, ৯৭০৪
২. আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/৪৫
৩. ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৫৪

[৪০] ১. বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, باب: لا يعذب بعذاب الله ২/১০৯৮, হাদিস : ২৮৫৪
২. তিরমিযী : আস্-সুনান, কিতাবুল হুদুদ, باب ماجاء فى المرتد ৪/৫৯, হাদিস : ১৪৫৮
৪. আবু দাউদ : আস্-সুনান, কিতাবুল হুদুদ, باب الحكم فيمن ارتد ৪/১২৬, হাদিস : ৪৩৫১
৫. নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবু তাহরিমুদ দম, باب الحكم فى المرتد ৭/১০৩, হাদিস : ৪০৫৯
৬. ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবুল হুদুদ, باب المرتد عن دينه ২/৮৪৮, হাদিস : ২৫৩৫
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/৩২২, হাদিস : ২৯৬৮
৮. ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১/৩২৭, হাদিস : ৪৪৭৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخْرِجُوْا بِنَا إِخْوَانِنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا إِلَى جَانِبِ هٰذَا السَّوَادِ إِلَى بَعْضِ كُوْرِ الْجِبَالِ، أَوْ بَعْضِ هٰذِهِ الْمَدَائِنِ، مُنْكَرِيْنَ لِهٰذِهِ الْبِدْعِ الْمُضِلَّةِ.... ثُمَّ اِجْتَمَعُوْا فِي مَنْزِلِ شُرَيْحِ بْنِ أَوْفَى الْعَبْسِيِّ، فَقَالَ اِبْنُ وَهَبٍ: اِشْخَصُوْا بِنَا إِلَى بَلْدَةٍ نَجْتَمِعُ فِيْهَا لِإِنْفَاذِ حُكْمِ اللهِ فَإِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَقِّ.

৪১. আবদুল মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে (তার গভর্নর নিযুক্ত করে) শাসন পরিচালনার জন্য পাঠালেন। তখন খারেজীগণ তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব রাসেবীর ঘরে একত্রিত হলো এবং তিনি (নেতা) তাদের উদ্দেশ্যে এক অলঙ্কারপূর্ণ ভাষণ দেন যাতে তিনি তাদেরকে দুনিয়া বিমুখতা এবং আখিরাত ও জান্নাত কামনায় উৎসাহ দেন। সাথে সাথে ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দকর্মের নিষেধের ব্যাপারেও তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। অতঃপর বলেন, আমাদের উচিত হলো জালিম অধ্যুষিত এ অঞ্চল ত্যাগ করে পাহাড় কিংবা অন্যান্য শহর সমূহের দিকে বেরিয়ে যাওয়া। যাতে করে পথভ্রষ্টকারী বিদ'আত সমূহের বিরুদ্ধে আমাদের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয়ে যায়।..... । অতঃপর সবাই সুরাইহ বিন আবি আউফা আবাসীর বাড়ীতে একত্রিত হলো সেখানে ইবনে ওয়াহাব (তার বক্তব্যে) বললো, এখন এমন কোন শহর দেখা প্রয়োজন, যেখানে (আমাদের কেন্দ্র বানিয়ে) আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহর বিধান চালু করতে পারি। কারণ এখানে তোমরাই একমাত্র সত্যপন্থী।[৪১]

[৪১] ১. ইবনে জারীর তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলুক, ৩/১১৫
২. ইবনুল আছির : আল-কামেল, ৩/২১৩, ২১৪
৩. ইবনে কাসীর : আল-বিদায়া ওয়ান নিয়াহা, ৭/২৮৫, ২৮৬
৪. ইবনুল জওযী : আল-মুনতাযিম ফি তারিখিল ওমাম ওয়াল মুলুক, ৫/১৩০, ১৩১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٢ - ذَكَرَ إِبْنُ الأَثِيْرِ فِي الْكَامِلِ : خَرَجَ الأَشْعَثُ بِالْكِتَابِ يَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى مَرَّ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي تَمِيْمٍ فِيْهِمْ عُرْوَةُ بْنِ أُدَيَّةَ أَخُوْ أَبِي بِلاَلٍ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُرْوَةُ: تَحَكَّمُوْنَ فِي أَمْرِ اللهِ الرِّجَالُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ للهِ!

৪২. ইমাম ইবনে আসীর 'আল-কামিল' এ বর্ণনা করেছেন যে, আস'আস বিন কায়স ঐ চুক্তিপত্র (যা হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমার মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল) নিয়ে প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে শুনানো শুরু করলো। আর যখন বনী তামীম গোত্রের নিকট পৌঁছল, তখন উরওয়াহ বিন উদাইয়া (খারেজী) যিনি আবু বিলালের ভাই ছিলেন তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন। যখন এ সন্ধিপত্র তাদেরকে শুনানো হলো, তখন ওরওয়াহ (খারেজী) বলতে লাগল, আল্লাহর ফয়সালার বিষয়ে মানুষের বা বান্দার হুকুম সংযোজন করছ? আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ নির্দেশ দিতে পারে না।[৪২]

٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْخَوَارِجِ بِالنَّهْرِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِي أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى زَيْدِ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَهَبٍ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنَ النَّاسِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اِرْتَضَيْنَا حَكَمَيْنِ قَدْ خَالَفَا كِتَابَ اللهِ وَاتَّبَعَا هَوَاهُمَا بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ فَلَمْ يَعْمَلاَ بِالسُّنَّةِ وَلَمْ يُنْفِذَا الْقُرْآنَ حُكْماً فَبَرِىءَ اللهُ مِنْهُمَا وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، فَإِذَا بَلَغَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَأَقْبِلُوْا إِلَيْنَا فَإِنَّا سَائِرُوْنَ إِلَى عَدُوِّنَا وَعَدُوِّكُمْ وَنَحْنُ عَلَى الأَمْرِ الأَوَّلِ الَّذِيْ كُنَّا عَلَيْهِ.

فَكَتَبُوْا (الخوارج) إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّكَ لَمْ تَغْضَبْ لِرَبِّكَ وَإِنَّمَا غَضِبْتَ لِنَفْسِكَ، فَإِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكُفْرِ وَاسْتَقْبَلْتَ التَّوْبَةَ نَظَرْنَا فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَإِلاَّ فَقَدْ نَبَذْنَاكَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ.

[৪২] ১. ইবনুল আছির : আল-কামেল, ৩/১৯৬
২. ইবনুল জওযী : আল-মুনতাযিম ফি তারিখিল ওমাম ওয়াল মুলুক, ৫/১২৩

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهُمْ أَيِسَ مِنْهُمْ وَرَأَى أَنْ يَدْعُهُمْ وَيَمْضِي بِالنَّاسِ حَتَّى يَلْقَى أَهْلَ الشَّامِ حَتَّي يَلْقَاهُمْ.

৪৩. হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, তিনি খারেজীদেরকে নাহরাওয়ান থেকে পত্র লিখলেন- "আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম দয়ালু ও সর্বদা করুণাবর্ষণকারী।" আল্লাহর বান্দা মু'মিনদের আমীর আলীর পক্ষ থেকে যায়িদ বিন হুসাইন, আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব ও তাদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে। অতঃপর সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এ দুই ব্যক্তি যাদের মীমাংসায় আমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলাম তারা আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করেছে এবং তারা আল্লাহর সঠিক পথের বিপরীতে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুকরণ করেছে। যখন তারা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করেনি তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল এবং সকল ঈমানদারগণ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের নিকট যখন আমার এ পত্র পৌঁছবে তখন আমাদের নিকট চলে এসো, যাতে আমরা আমাদের ও তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বের হতে পারি। আর আমরা এখনো আমাদের প্রথম কথায় অটল। উক্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে তারা (খারেজীগণ) হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে লিখলেন-

সুস্পষ্ট হলো যে, আপনার ক্রোধ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয় বরং আপনি প্রবৃত্তির প্রভাবে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এখন যদি আপনি আপন কুফরের সাক্ষী হয়ে যান (অর্থাৎ কাফির হওয়ার স্বীকৃতি দেন) নতুবা তাওবা করেন, তখন দেখা যাবে। অন্যথায় আমরা আপনাকে বর্জন করবো। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাস ঘাতকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন না।

অতএব যখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের এ চিঠির উত্তর পড়লেন, তখন তাদের পক্ষ থেকে (হিদায়তের দিকে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে গেলেন। এজন্য তিনি তাদেরকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত করে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিরিয়াবাসীদের সাথে মিলিত হন।[৪৩]

[৪৩] ১. ইবনে জারীর তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলুক, ৩/১১৭
২. ইবনুল আছির : আল-কামেল, ৩/২১৬
৩. ইবনে কাসীর : আল-বিদায়া ওয়ান নিয়াহা, ৭/২৮৭
৪. ইবনুল জওযী : আল-মুনতাযিম ফি তারিখিল ওমাম ওয়াল মুলুক, ৫/১৩২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٤ - عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِيْهِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ حُدَيْرٍ (اَلْخَارِجِيِّ) نَجَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَرْبِ النَّهْرَانِ وَبَقِيَ إِلَى أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ أَتَى إِلَى زِيَادِ بْنِ أَبِيْهِ وَمَعَهُ مَوْلًى لَهُ؛ فَسَأَلَهُ زِيَادٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ فَقَالَ فِيْهِمَا خَيْرًا، وَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ فَقَالَ: كُنْتُ أَوَالِي عُثْمَانَ عَلَى أَحْوَالِهِ فِي خِلَافَتِهِ سِتَّ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَبَرَّأْتُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأَحْدَاثِ الَّتِي أَحْدَثَهَا؛ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، وَسَأَلَهُ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي ﷺ فَقَالَ: كُنْتُ أَتَوَلَّاهُ إِلَى أَنْ حَكَمَ الْحَكَمَيْنِ ثُمَّ تَبَرَّأْتُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، وَسَأَلَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ؛ فَسَبَّهُ سَبًّا قَبِيْحًا.....فَأَمَرَ زِيَادُ بِضَرْبِ عُنُقِهِ.

৪৪. যিয়াদ বিন আবীহ হতে বর্ণিত যে, ওরওয়াহ বিন হুদায়র (খারেজী) নাহরাওয়ানের যুদ্ধে বেচেঁ গেল এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল। অতপর তাকে যিয়াদ বিন আবীহ'র নিকট আনা হলো, তার সাথে তার গোলাম (ভৃত্য)ও ছিল। তখন যিয়াদ তার কাছে হযরত ওসমান গনী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর অবস্থা জিজ্ঞেস করল? সে বলল, প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত তার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আর যখন তিনি বিদ'আত (নব আবিস্কৃত কর্ম) করা আরম্ভ করলো, তখন আমি তার থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। আর এজন্য যে, পরিশেষে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি কাফির হয়ে গেছেন। অতঃপর তাকে হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হলো? সে বলল, তিনিও প্রথমে ভালো ছিলেন আর যখন (নিজস্ব) হুকুম বানালেন (নাউযুবিল্লাহ) তিনিও কাফির হয়ে গেলেন। এজন্য তার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এরপর তাকে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন? আর তখন সে অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় তাকে গালি দেয়া আরম্ভ করল..... পরিশেষে যিয়াদ তার গর্দান কেটে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৪৪]

٤٥ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ بِبَشَرَةِ وَجْهِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَنَبَتَتْ شَعَرَةٌ فِي جَبْهَتِهِ

[৪৪] আব্দুল করিম শাহরাস্তানী : আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১৩৭

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَهَيْئَةِ الْقَوْسِ وَشَبَّ الْغُلَامُ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخَوَارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتْ الشَّعَرَةُ عَنْ جَبْهَتِهِ فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَوَعَظْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ فِيمَا نَقُولُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ بَرَكَةَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ وَقَعَتْ عَنْ جَبْهَتِكَ فَمَا زِلْنَا بِهِ حَتَّى رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِمْ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ الشَّعَرَةَ بَعْدُ فِي جَبْهَتِهِ وَتَابَ.

৪৫. আবু তুফাইল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈক ব্যক্তির একজন সন্তান ভূমিষ্ট হলো এবং তাকে রাসূলে পাকের দরাবারে আনা হলো। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা ধরলেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন। আর এর বিশেষ প্রভাব পড়ল যে, তার কপালের উপর বিশেষভাবে চুল গজিয়ে গেল, যা (ধনুরাশির ন্যায়)–অন্য সব চুল থেকে বৈশিষ্ট্য-মন্ডিত ছিল। ঐ সন্তান যখন যুবক হলো এবং খারেজীদের যুগ এসে পড়ল, তখন তাদের প্রতি তার ভালবাসা উদয় (সৃষ্টি) হয়ে গেল (অর্থাৎ খারেজীদের দলভুক্ত হয়ে গেল)। আর তখন রাসূলে পাকের হাত মুবারকের বরকত মন্ডিত ঐ চুল তার কপাল থেকে পড়ে গেল। (এ অবস্থা দর্শনে) তার পিতা তাকে পাকড়াও করে বন্দী করে রাখল, যাতে কখনো তাদের সাথে মেলামেশা করতে না পারে। আবু তুফায়ল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা তার নিকট গেলাম, তাকে আদেশ-উপদেশ দিলাম এবং বললাম, দেখো যখন থেকে তুমি তাদের প্রতি আসক্ত হয়েছ, তখন থেকে রাসূলে পাকের দোয়ার বরকত তোমার কপাল থেকে দূরে যেতে ছিল। মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মত পরিবর্তন করেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তারপাশে বসা ছিলাম। অতঃপর যখন খারেজীদের মুহাব্বত তার অন্তর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার কপালে পূনরায় ঐ বরকতমন্ডিত চুল ফিরিয়ে দিলেন এবং সে ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে তাওবা করল।[৪৫]

[৪৫] ১. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫/৪৫৬, হাদিস : ২৩৮৫৬
২. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৬, হাদিস : ৩৭৯০৪
৩. ইসবাহানী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ১/১৭৪, হাদিস : ২২০
৪. হাইছমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২৪৩, ১০/২৭৫, এবং বলেছেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তার রাবীসমূহ আলী বিন যায়দ এর রাবী। তিনি তাদেরকে ছেকাহ বলেছেন।
৫. আসকালানী : আল-ইসাবা, ৫/৩৫৯, হাদিস : ৬৯৭২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٦ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُهْمَانَ قَالَ : كَانَتِ الْخَوَارِجُ قَدْ دَعَوْنِي حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فِيْهِمْ ، فَرَأَيْتُ أُخْتَ أَبِي بِلَالٍ فِي النَّوْمِ أَنَّ أَبَا بِلَالٍ كَلْبٌ أَهْلَبُ أَسْوَدُ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ يَا أَبَا بِلَالٍ! مَا شَأْنُكَ أَرَاكَ هَكَذَا وَكَانَ أَبُوْ بِلَالٍ مِنْ رُؤُوْسِ الْخَوَارِجِ.

৪৬.হযরত সা'ঈদ বিন জুহমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, খারেজীগণ আমাকে (তাদের প্রতি) দাওয়াত দিতে ছিল (তাই এতে প্রভাবিত হয়ে) এর নিকটবর্তী হয়ে পড়লাম যে, আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। এমতাবস্থায় আবু বিলালের বোন স্বপ্ন দেখল যে, আবু বিলাল কালো লম্বা লোমযুক্ত কুকুরের আকৃতিতে অশ্রু প্রবাহিত করছে, তখন সে বলল, আমার পিতা তোমার কাছে উৎসর্গিত হোক! কি কারণ যে, আমি তোমাকে এ অবস্থায় দেখলাম? সে বলল, আমাদেরকে তোমাদের পর জাহান্নামের কুকুর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তার ঐ আবু বিলাল ছিল খারেজী নেতাদের অন্যতম।[৪৬]

٤٧ - قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ : سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي يَرْبُوْعٍ أَوْ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَ الْمُرْسَلَاتِ وَ النَّازِعَاتِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِنَّ فَقَالَ عُمَرُ : ضَعْ عَنْ رَأْسِكَ فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا وَاللهِ لَوْ رَأَيْتُكَ مَحْلُوْقًا لَضَرَبْتُ الَّذِيْ فِيْهِ عَيْنَاكَ ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَوْ قَالَ إِلَيْنَا أَنْ لَا تُجَالِسُوْهُ قَالَ : فَلَوْ جَاءَ وَ نَحْنُ وَ مِائَةٌ تَفَرَّقْنَا.

৪৭.হযরত আবু ওসমান নাহদী বর্ণনা করেন, বনী ইয়ারবূ' কিংবা বনী তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "اَلذَّارِيَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَ النَّازِعَاتِ" এর অর্থ কি ? অথবা তাদের কারো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, মাথা থেকে কাপড় উঠাও, তখন দেখলেন যে তার চুল কান পর্যন্ত লম্বা। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমি তোমাকে মাথা মুন্ডানো দেখতাম,

[৪৬] ১. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৫, হাদিস : ৩৭৮৯৫
২. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ : আস্-সুন্নাহ, ২/৬৩৪, হাদিস : ১৫০৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাহলে তোমার এ মাথা উড়িয়ে দিতাম, যাতে তোমার গর্তচোখ রয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বসরাবাসীদের নামে পত্র লিখলেন কিংবা বললেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এমন লোকদের সাথে বসবে না। বর্ণনাকারী বলেন, (এর পর থেকে) যখন তারা (খারেজীরা) আসত আমাদের সংখ্যা একশ জন হলেও আমরা সবাই (তাদের থেকে) পৃথক হয়ে যেতাম।[৪৭]

٤٨ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : فَبَيْنَمَا عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا يُغَدِّي النَّاسَ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَعِمَامَةٌ، فَتَغَدَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ هُوَ، فَقَامَ إِلَيْهِ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُجَلِّدُهُ حَتَّى سَقَطَتْ عِمَامَتُهُ، فَقَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِي عُمَرُ بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوْقًا لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ.

৪৮. হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন, একদিন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু লোকদের সাথে বসে দুপুরের খাবার খেতে ছিলেন। এ ফাঁকে এক ব্যক্তি আসল– যে (দীর্ঘ প্রশস্ত) কাপড় ও পাগড়ী পরিহিত ছিল। তখন সেও (তাদের সাথে) দুপুরের খাবার খেলো। আর যখন ভোজপর্ব শেষ হলো, সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, "وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا" এর মর্মার্থ কি? হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমিই ঐ (নবীদ্রোহী) ব্যক্তি। অতঃপর তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং বাহুদ্বয় বের করে তাকে এমনভাবে (ঘুষি দিয়ে) আঘাত করলেন যে, তার পাগড়ী পড়ে গেল। আর বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! যদি আমি তোমাকে মাথা মুন্ডানো পেতাম, তাহলে তোমার মাথা কেটে দিতাম।[৪৮]

[৪৭] ইবনে তাইমিয়া : আস্-সারিমুল মাসলুল, ১/১৯৫
[৪৮] ১. হেবাতুল্লাহ আল-ইলকায়ী, ই'তিকাদি আহলিস্ সুন্নাহ, ৪/৬৩৪, হাদিস : ১১৩৬
২. শওকানী : নাইলুল আওতার, ১/১৫৫
৩. আযিম আবাদী : আউনুল মা'বুদ, ১১/১৬৬
৪. ইবনে কুদামা : আল-মুগনী, ১/৬৫, ৯/৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٤٩ - عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْخَوَارِجِ وَهُوَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : ﴿ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ [الزمر ٣٩:٦٥] قَالَ : فَتَرَكَ سُوْرَتَهُ الَّتِي كَانَتْ فِيْهَا قَالَ : وَقَرَأَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ ﴾ [الروم ٣٠:٦٠].

৪৯. আবু ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, এক খারেজী ফজরের নামাযে এ আয়াত " এবং প্রকৃত পক্ষে আপনার প্রতি (এই) ওহী করা হয়েছে এবং আপনার পূর্ববর্তী (নবীগণ)দের প্রতি যে, হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করো, তবে অবশ্যই তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে।" (আয্ যুমার ৩৯:৬৫) অতঃপর এ সূরা ছেড়ে অন্য সূরার এ আয়াত " সুতরাং ধৈর্য ধরুন! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনাকে যেন বিচলিত না করে ওই সব লোক, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখেনা।" (আর-রোম-৩০:৬০)

٥٠- عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقِ فَجَاءُوْا بِسَبْعِيْنَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوْسِ الْحَرُوْرِيَّةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ أَبُوْ أُمَامَةَ ﷺ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : كِلاَبُ جَهَنَّمَ ، شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوْا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، وَمَنْ قُتِلُوْا خَيْرَ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَبَكَى فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ : يَا أَبَا غَالِبٍ ! إِنَّكَ مِنْ بَلَدِ هَؤُلاَءِ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : أَعَافَكَ ، قَالَ : أَظُنُّهُ قَالَ : اللهُ مِنْهُمْ : قَالَ : تَقْرَأُ آلَ عِمْرَانَ قُلْتُ : نَعَمْ ! قَالَ : ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران ٣:٧] قال : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [آل عمران ٣:١٠٦] قُلْتُ : يَا أَبَا أُمَامَةَ! إِنِّي رَأَيْتُكَ تَهْرِيقُ عِبْرَتِكَ قَالَ : نَعَمْ! رَحْمَةٌ لَهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، قَالَ : اِفْتَرَقَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَتَزِيْدُ هَذِهِ الأُمَّةِ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ، وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ، وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلاَغِ ، لاَ سَمْعَ وَالطَّاعَةَ خَيْرٌ مِنَ الْفِرْقَةِ وَالْمَعْصِيَةِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا أُمَامَةَ! أَمِنْ رَأْيِكَ تَقُوْلُ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ ، قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةً وَلاَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ سَبْعًا .

৫০. হযরত আবু গালিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, আমি দামেস্ক নগরীর মসজিদে বসা ছিলাম, তখন খারেজীদের সত্তরটি মাথা দামেস্ক অবস্থিত মসজিদের সিঁড়িতে মুন্ডন করা হল। হযরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের দিকে দেখে বললেন, এরা জাহান্নামের কুকুরদল এবং আকাশের নিচে নিহতদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। আর তাদের দ্বারা যারা শহীদ হয়, তারা আসমানের নিম্নভাগের শহীদদের মধ্যে উৎকৃষ্ট। এ বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। অতঃপর আমার দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ শহরের অধিবাসী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নিরাপদে রাখুক। আর বললেন, তুমি কি সূরা আল ইমরান পড়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এ আয়াত "যে গুলোর মধ্যে কতেক আয়াত মুহকাম তথা সুস্পষ্ট অর্থবোধক; সেগুলো হল কিতাবের মূল এবং অন্য আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহ্ তথা একাধিক অর্থের সম্ভবনাময়। তাই ঐসব লোক যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা শুধুমাত্র মুতাশাবিহ্ তথা একাধিক অর্থের সম্ভবনাময় আয়াতগুলোর পেছনে লেগে পড়ে। আর তা ফিতনা সৃষ্টির অভিলাষ ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীত মনগড়া ব্যাখ্যা দানের ইচ্ছায়। আর এর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহরই জানা আছে এবং যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তাদের।" (সূরা আল ইমরান ৩ঃ৭) এবং বললেন, "যে দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। কাজেই, যাদের মুখ কালো হয়েছে, 'তোমরা কি ঈমান এনে কাফির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছো?' সুতরাং এখন স্বীয় কুফরের বিনিময় স্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।" (আল ইমরান ৩:১০৬) আমি বললাম, হে আবু উমামা! আমি দেখেছি যে আপনি কান্না করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এসব লোক (খারেজী)দের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত হয়। কারণ তারা আহলে ইসলাম তথা মুসলমান ছিলো এবং বললেন,[৪৯] আর এ উম্মত তাদের চেয়েও একদল বেশি (অর্থাৎ বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে) এবং 'সাওয়াদে আ'যম (যা সবচেয়ে বড় দল) ব্যতীত বাকী সকল দলই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে অভিযুক্ত এবং তোমরা তোমাদের উপর ন্যস্ত বিষয়ে দায়িত্বশীল। যদি তুমি রাসূলে পাকের অনুগামী হও, তাহলে সৎপথ প্রাপ্ত হবে। আর রাসূলে পাকের দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়াই। সুগভীরভাবে নির্দেশাবলী শুনা ও পালন করা ফিরকাবাজি ও অবাধ্যতার চেয়ে উত্তম।

অতঃপর (এতদশ্রবণে) এক ব্যক্তি বলল, হে আবু উমামা! কি তুমি নিজের পক্ষ থেকে এসব কথা বলছ না এর কিছু অংশ হুযূর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছ? তিনি বললেন, (যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে বলি) তাহলে তো আমি বড় সাহস প্রদর্শনকারী। তিনি বললেন, নয়; বরং আমি এ কথা এক দুইবার নয়; বরং সাতবার শুনেছি।[৫০]

---

[৪৯]. বণী ইসরাঈল ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল

[৫০] ১. ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৫৫৪, হাদিস : ৩৭৮৯২
২. বায়হাকী : আস্-সুনানুল কুবরা, ৮/১৮৮
৩. তাবারানী : আর-মু'জামুল কবির, ৭/২৬৭, ২৬৮, হাদিস : ৮০৩৪, ৮০৩৫
৪. হারেস : আল-মুসনাদ (যওয়ায়েদে হাইশমী), ২/৭১৬, হাদিস : ৭০৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. আজরী : আবু বকর মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আব্দুল্লাহ (৩৬০ হি.), **আশ্ শরীয়াহ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল ওয়াতান, ১৪২০ হি./১৯৯৯ ইং।

৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।

৪. ইবনে আবু আসেম : আবু বকর বিন আমর বিন দাহ্হাক বিন মাখলাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং) **আস্-সুন্নাহ**, বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতবুল ইসলামী, ১৪০০ হি.।

৫. ইবনে আসির : আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল করিম বিন আব্দুল ওয়াহেদ শায়বানী, জাযরী (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ ইং) **আল-কামেল ফিত তারিখ**, বৈরুত, লেবানন, দারে সাদের, ১৯৭৯ ইং।

৬. ইবনে তাইমিয়া : আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম হাররানী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ ইং), **আস্-সারিমুল মাসলুল** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইবনে হাযম, ১৪১৭ হি.।

৭. ইবনে জারুদ : আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন জারুদ নিসাপুরী (৩০৭ হি.) **আল-মুনতাকা মিনাস্ সুনানিল মুসনাদা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কিতাব আস্ সাকাফিয়া, ১৪১৮ হি./১৯৮৮ ইং।

৮. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **আল-মুনতাযিম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল ওমাম** : বৈরুত, লেবানন, দারে সাদের, ১৩৫৮ হি. ।

৯. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং

১০. ইবনে হাযর আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস্ সাহাবা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং

১১. ইবনে হাযর আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **তাগলিকুত তা'লিক আলা সহীহিল বুখারী** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী +ওমান+জর্ডান: দারু আম্মার, ১৪০৫ হি. ।

১২. ইবনে হাযর আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **ফতহুল বারী** : লাহোর, পাকিস্তান, দারুন নশরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং ।

১৩. ইবনে খুযাইমা : আবু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং ।

১৪. ইবনে রজব হাম্বলী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ (৭৩৬-৭৯৫ হি.), **জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৮ হি. ।

১৫. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ খ্রি.),

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আত্-তামহীদ, মরক্কো, ওয়াজারাতে উমুমুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনুল ইসলামীয়া, ১৩৮৭ হি. ।

১৬. ইবনে কুদামা : আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-মুকাদ্দেসী (৬২০ হি.) আল-মুগনী ফিফিকহীল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আশ্ শায়বানী, বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি. ।

১৭. ইবনে কায়সারানী : আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন তাহের বিন আলী বিন আহমদ মুকাদ্দেসী (৪৪৮-৫০৭ হি./১০৫৬-১১১৩ ইং) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুস্ সমিয়ী, ১৪১৫ হি. ।

১৮. ইবনে কাইয়িম : আবু আবদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয়ুব আয্-যরয়ী (৬৯১-৭৫১ হি.) হাশিয়া আলা সুনানে আবি দাউদ, : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ ইং ।

১৯. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং ।

২০. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **তাফসিরুল কুরআনিল আযিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং ।

২১. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবেনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং ।

২২. ইবনে মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াজেহ মারওয়াজী (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৮ ইং), **কিতাবুয যুহদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৩.আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

২৪.আবু মুহাসিন : আবু মুহাসিন ইউসুফ ইবনে মূসা আল-হানফী, **মু'তাসির মিনাল মুখতাসার মিন মুশকিলিল আসার** : বৈরুত, লেবানন, আলিমুল কিতাব।

২৫.আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

২৬.আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **দালায়িলুন নুবুওয়াহ** : হায়দারাবাদ, ভারত, মজলিসু দায়িরায়ে মা'রিফ উসমানিয়া, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ ইং।

২৭.আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **আল-মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহি মুসলিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৬ ইং।

২৮.আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

২৯.আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩০.আহমাদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

৩১.আযদী : রবি' ইবনে হাবিব ইবনে ওমর বসরী, **আল-জমিউস সহীহ মুসনদুল ইমাম রবি' ইবনে হাবিব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল হিকমাহ, ১৪১৫ হি.।

৩২.বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আত-তারিখুল কাবির** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৩৩.বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৩৪.বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **খলকু আফয়ালিল ইবাদ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল মা'রিফ সৌদিয়া, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

৩৫.বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুস সুগরা** : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০ হি./১৯৮৯ ইং।

৩৬.বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৭.বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** : মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০ হি./১৯৮৯ ইং।

৩৮.বায়হাকী : : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **শু'আবুল ঈমান** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৩৯.তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

৪০.হারেস : হারেস ইবনে আবু উসামা (১৮৬-২৮২ হি.) **বুগয়াতুল বাহেস আন যওয়ায়িদি মুসনদিল হারেস** : মদিনা, সৌদি আরব, মারকজু খেদমাতিস্ সুন্নাহ ওয়াস্ সিরাতিন নববিয়া, ১৪১৩ হি./১৯৯২ ইং।

৪১.হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

৪২.হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বায লিন নাশার ওয়াত তওযি।

৪৩.খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ ইং), **তারিখে বাগদাদ** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৪৪.দায়লমী : আবু সুজা' শায়রবিয়া ইবনে শহরদার ইবনে শায়রবিয়া ইবনে ফানাখসরু হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি./১০৫৩-১১১৫ ইং), **আল-ফিরদাউস বিমা'সূরিল খিতাব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।

৪৫.সাঈদ বিন মানসুর : আবু ইসমান আল-খোরাসানী, (২২৭ হি.) **আস্-সুনান** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুস্ সমিয়ী, ১৪১৪ হি.।

৪৬.সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিলমা'সূর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'ফিরা।

৪৭.শাওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৬০-১৮৩৪ ইং), **নাইলুল আওতার শরহু মুনতাকাল আখবার** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ ইং।

৪৮.শাহরাস্তানী : আবুল ফতাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল করিম বিন আবু বকর আহমদ (৪৭৯-৫৪৮ হি.) **আল-মিলাল ওয়ান নিহাল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ২০০১ ইং।

৪৯.তাহের আল-কাদেরী : ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী, **ইরফানুল কুরআন** : লাহোর, পাকিস্তান, মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেন্স।

৫০.তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **মুসনাদুস শামিয়্যীন** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ ইং।

৫১. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসত** :

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

৫২.তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুস সগীর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং।

৫৩.তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা।

৫৪.তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

৫৫.তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), **তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলুক**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।

৫৬.তায়ালিসী : আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ।

৫৭.আব্দুল্লাহ বিন আহমদ : আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল (২১৩-২৯০ হি.) **আস্-সুন্নাহ** : দাম্মাম, দারু ইবনে কাইয়িম, ১৪০৬ হি.।

৫৮.আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

৫৯.আজিমাবাদী : আবু তৈয়ব মুহাম্মদ শমসুল হক, **আউনুল মা'বুদ শরহু সুনানে আবি দাউদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।

৬০.ফিরয়াবী : আবু বকর জাফর বিন মুহাম্মদ বিন হাসান (২০৭-৩০১ হি.) **সিফাতুল মুনাফিক** : কুয়েত,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দারুল খুলাফা আল কিতাবুল ইসলামী, ১৪০২ হি.।

৬১.আল-লালকায়ী : আবু কাসেম হেবাতুল্লাহ বিন হাসান বিন মানসুর (৪১৮ হি.) **শরহু উসুলু ই'তিকাদিস্ আহলিস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মিনাল কিতাব ওয়াস-সুন্নাত ওয়া ইজমায়িস-সাহাবা** : রিয়াদ, সৌদি আরব, দারু তাইবাহ, ১৪০২ হি.।

৬২.মালেক : মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালকস ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেছ ইসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ ইং), **আল-মুআত্তা** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ ইং।

৬৩.মুহামিলী : আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সাঈদ ইবনে আবান জব্বী (২৩৫-৩৩০ হি./৮৪৯-৯৪১ খ্রি.), **আল-আমালি**, ওমান+জর্দান+দাম্মাম, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া + দারু ইবনিল কায়্যিম, ১৪১২ হি.।

৬৪.মরওয়াযী : মুহাম্মদ ইবনে নসর ইবনে আল-হাজ্জাজ, আবু আবদুল্লাহ (২০২-২৯৪ হি.), **আস-সুন্নাহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়া, ১৪০৮ হি.।

৬৫.নায়ীম বিন হাম্মাদ : (২৮৮ হি.) **আল-ফিতান** : কায়রো, মিসর, বৈরুত, লেবানন, মুআস্সিসাতুল কুতুব আস সাকাফিয়া, ১৪০৮ হি.।

৬৬.মুয্যি : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪১ ইং), **তাহযিবুল কামাল** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ই॥

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৬৭. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৬৮. মুকাদ্দসী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী (৬৪৩ হি.), **আল-আহাদিসুল মুখতারা** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদিসা, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৬৯. মুকাদ্দসী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী (৬৪৩ হি.), **ফাযায়িলু বাইতিল মুকাদ্দিস** : সিরিয়া, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.।

৭০. মুকরিয়ি : আবু আমর উসমান বিন সাঈদ দানী (৩৭১-৪৪৪ হি.) **আস্ সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান** : রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১৬ হি.।

৭১. মুনাবী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি./১৫৪৫-১৬২১ ইং), **ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর** : মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

৭২. মুনযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম ইবনে আবদুল কাবী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'আদ (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ ইং), **আত-তারগীব ওয়াত তারহীব** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৭ হি.।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com